

কবিতা ০২

বঙ্গভূমির প্রতি মাইকেল মধুসূদন দত্ত

৩ কবিতাটির মূলকথা

মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত কয়েকটি গীতি কবিতার একটি 'বঙ্গভূমির প্রতি'। এ কবিতায় বাংলাদেশের প্রতি কবির শ্রদ্ধা ও একাগ্রতা তীব্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে। দেশকে কবি মা হিসেবে কল্পনা করে নিজেকে ভেবেছেন তার স্বত্ত্বান। প্রবাসী মধুসূদন ভেবেছেন— মা যেমন স্বত্ত্বানের কোনো দোষ মনে রাখেন না, দেশমাত্কাও তাঁর সব দোষ ক্ষমা করে দেবেন। অবশ্য তিনি বিনয়ের সঙ্গে এও বলেছেন যে, তাঁর এমন কোনো মহৎ গুণ নেই, যে-কারণে তিনি স্মরণীয় হতে পারেন। বিনয়ী কবি তাই দেশমাত্কার কাছে এই বলে প্রণতি জানাচ্ছেন, তিনি যেন দেশমাত্কার স্মৃতিতে পদ্মফুলের ঘতো ফুটে থাকেন।



৪ কবিতাটির শিখনফল : কবিতাটি অনুশীলন করে আমি—

- শিখনফল-১ : বাংলাদেশের প্রতি কবির শ্রদ্ধা ও একাগ্রতার বিষয়টি অনুধাবন করতে পারব। [রা. বো. '১৮]
- শিখনফল-২ : বাংলাদেশকে অবজ্ঞা করার ভূল ও দোষের জন্য কবির ক্ষমা প্রার্থনা সম্পর্কে জানতে পারব।
- শিখনফল-৩ : দেশমাত্কার স্মৃতিতে কবির পদ্মফুলের ঘতো ফুটে থাকার প্রত্যাশা সম্পর্কে জানতে পারব। [ম. বো. '১৯]
- শিখনফল-৪ : বাংলাদেশের প্রতি গভীর অনুরাগ ও ভালোবাসার টান অনুভব করব। [দি. বো. '১৮]
- শিখনফল-৫ : দেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য নিজেকে নিবেদন করতে অনুপ্রাণিত হব।

৫ কবি-পরিচিতি

নাম : মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

জন্ম তারিখ : ২৫শে জানুয়ারি, ১৮২৪ খ্রিষ্টাব্দ। জন্মস্থান : যশোর জেলার কেশবপুর থানাধীন সাগরদাঁড়ি গ্রাম।

শিক্ষাজীবন : কলকাতার লালবাজার গ্রামার স্কুল, হিন্দু কলেজ এবং পরবর্তীতে বিশপস কলেজে ভর্তি হন। তিনি ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য বিলেতে গিয়েছিলেন।

কর্মজীবন / পেশা : প্রথম জীবনে আইন পেশায় জড়িত হলেও পরবর্তীতে লেখালেখি করেই জীবিকা নির্বাহ করেন।

সাহিত্যকর্ম : কাব্য : তিলোত্মাসন্দৰ কাব্য, মেঘনাদবধ কাব্য, ব্রজঙ্গনা কাব্য, বীরাঙ্গনা কাব্য। তাছাড়া 'The Captive Ladie' ও 'Visions of the Past' তাঁর দুটি ইংরেজি কাব্যগ্রন্থ। নাটক : শর্মিষ্ঠা; পদ্মাবতী, কৃষ্ণকুমারী, মায়াকানন। প্রসন্ন : একেই কি বলে স্বত্ত্বা, বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ। ইংরেজি নাটক ও নাট্যানুবাদ : রিজিয়া, রঞ্জাবলি, শর্মিষ্ঠা, নীলদর্পণ। গদ্য অনুবাদ : হেস্ট্র বধ। সন্তোষ সংকলন : চতুর্দশপদী কবিতাবলী।

মৃত্যু : ২৯শে জুন, ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দ। কলকাতার লেয়ার সার্কুলার রোডে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।



৬ পাঠের উদ্দেশ্য

এই কবিতা পাঠের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রতি শিক্ষার্থীর মনে শ্রদ্ধা ও বিনয়ভাব জেগে উঠবে। বিদেশের ঐশ্বর্য ও জৌলুস সঙ্গেও নিজ দেশের প্রতি মনের গভীরে আগ্রহবোধ সৃষ্টি হবে।

৭ শব্দার্থ ও টীকা

পাঠ-১ : বোর্ড বইয়ের শব্দার্থ ও টীকা

(জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রকাশিত 'সাহিত্য-কণিকা' বইটি দেখ)

পাঠ-২ : বোর্ড বইয়ের অতিরিক্ত শব্দার্থ ও টীকা

দাস — অধম, ভূত্য।

প্রবাস	— বিদেশ।
জীব-তারা	— জীবন নামক নক্ষত্র।
নরকুল	— মানব বংশ।
অমরতা	— অবিনশ্বরতা, মৃত্যুহীনতা, চিরস্মরণীয়তা।

৮ বানান সতর্কতা

নিচের শব্দগুলোর সঠিক বানান জেনে নিই—

সাধ	পরমাদ	কোকনদ	প্রবাস	দৈব	নীর	শ্বম	মক্ষিকা	অমৃত	হৃদ
নরকুল	মন্দির	শ্যামা	অন্ম	ভূল	স্মৃতি	মানস	তামরস	বসন্ত	ভূমি

- ৫** নিচের কবিতাংশ পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
- ক. ওমা তোমার চরণ দুটি বক্সে আমার ধরি,
আমার এই দেশেতে জন্ম— যেন এই দেশেতে মরি।
 - খ. বাংলার হাওয়া বাংলার জল
হৃদয় আমার করে সুশীলত।
৬. কবিতাংশে 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতার কোন চরণটির ভাব প্রকাশ পেয়েছে?
- ক অমর করিয়া বর, দেহ দাসে, সুবরদে!
 - গুরো, মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।
 - গ চিরস্মির কবে নীর, হায় রে, জীবন-নদে?
 - ঘ তবে যদি দয়া কর, তুল দোষ, গুণ ধর
- [সূত্র : পাঠ্যবইয়ের পাঠ-পরিচিতি, পৃষ্ঠা-৪৫]
- তথ্য-ব্যাখ্যা : উদ্দীপকের কবিতাংশে জন্মভূমির প্রতি কবির পরম ভালোবাসা ও অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে। কবি যেকোনো ঘূর্ণে তার দেশেই থাকতে চান। আর দেশের হাওয়া, জল তার হৃদয় শীতল করে। জন্মভূমির প্রতি মানুষের এমন অনুরাগ ও ভালোবাসা ঘুর্ণে তার প্রতি প্রকাশ পেয়েছে।
৮. 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতাটির মতো (খ) কবিতাংশেও প্রকাশ পেয়েছে—
- i. ব্রহ্মের প্রতি অনুরাগ
 - ii. ব্রহ্মের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ
 - iii. প্রশান্তি
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ঘ** ক i ও ii খ i ও iii গ iii ৰ i, ii ও iii
- [সূত্র : পাঠ্যবইয়ের মূলপাঠ, পৃষ্ঠা-৪৪]
- তথ্য-ব্যাখ্যা : 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতাটিতে কবির ব্রহ্মের প্রতি অনুরাগ, ব্রহ্মের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ ও প্রশান্তি প্রকাশ পেয়েছে যেগুলো উদ্দীপকের (খ) কবিতাংশে ফুটে উঠেছে। তাই ৰ সঠিক উত্তর।

১০ সুজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১

১. আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে— এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়— হয়তো বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে;
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল-ছায়ায়;
 ২. মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভূবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাহি।
এই সূর্য করে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয়-মাঝে যদি স্থান পাই!
- ক. বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম মহাকাব্যের নাম কী? ১
- খ. কবি বর প্রার্থনা করেন কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্দীপকের প্রথম কবিতাংশের আলোকে 'ফুটি যেন সূতি-জলে'
চরণটি ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. "বিতীয় কবিতাংশ ও 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতার মূল সুর
একই"— তুমি কি একমত? বুক্সিসহ উত্তর দাও। ৪

► শিখনফল ১

১১ প্রশ্নের উত্তর

- ক** • বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম মহাকাব্যের নাম 'মেঘনাদবধ কাব্য'।
- খ** • কবি দেশমাত্কার সৃতিতে পদাফুলের মতো ফুটে থাকার জন্য
বর প্রার্থনা করেন।

• মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর জন্মভূমিকে প্রচন্ড ভালোবাসেন। তিনিও চান তাঁর পিয় জন্মভূমি যেন তাকে মনে রাখেন, হৃদয়ে স্থান দেন। দেশমাত্কার সৃতিতে পদাফুলের মতো ফুটে থাকার মধ্য দিয়ে তিনি অমরতা লাভ করতে চান। কবি আকুলভাবে তাঁর ব্রহ্মেশের কাছে সেই
বর প্রার্থনা করেন।

- গ** • উদ্দীপকের প্রথম কবিতাংশে বাংলার প্রকৃতিতে কবির অমরতা
লাভের আকাঙ্ক্ষা ও ব্রহ্মেশের প্রকাশ পেয়েছে। 'ফুটি যেন সূতি-
জলে' চরণটির মধ্য দিয়েও এ কথাই প্রকাশ পায়।

• সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা বাংলাদেশ আমাদের জন্মভূমি।
এদেশের প্রতি রয়েছে আমাদের সীমাহীন ভালোবাসা। বাংলা-মায়ের
কোলে তাই সব বাঙালি অনন্তকাল স্থান পেতে চায়।

• উদ্দীপকের প্রথম স্তবকের কবি মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম হলে মানুষ অথবা
শঙ্খচিল-শালিকের বেশে বাংলা-মায়ের কোলে ফিরে আসার আকৃতি
প্রকাশ করেছেন। কবির এ আকৃতির মধ্য দিয়ে বাংলার প্রকৃতিতে
অমরতা লাভের ইচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে। প্রকাশ পেয়েছে অকৃত্রিম
ব্রহ্মেশে। কবির এই ব্রহ্মেশের অনুভূতি ও অমরতা লাভের
আকাঙ্ক্ষা 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতার প্রশ়িল্পে চরণটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।
একজন বাংলা-মায়ের কাছে ফিরে আসতে চেয়েছেন, অন্যজন বাংলা-মা
যেন তাঁকে মনে রাখে এবং তিনি যেন মায়ের সৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে
থাকতে পারেন অনন্তকাল সেই মিনতি জানিয়েছেন।

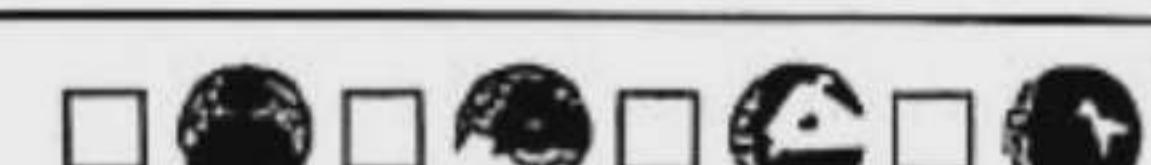
- ঘ** • "বিতীয় কবিতাংশ এবং 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতার মূল সুর
একই"— মন্তব্যটি যথার্থ।

• আমাদের জন্মভূমি বিচ্ছিন্ন উপাদানে সজ্জিত। যেমন প্রাকৃতিক সম্পদে
ভরপুর তেমনই এ দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সবাইকে মুগ্ধ করে।

• 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতায় ব্রহ্মেশের প্রতি কবির শ্রদ্ধা ও একাত্মতা
তীব্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কবি ব্রহ্মেশকে অত্যন্ত ভালোবাসেন।
ব্রহ্মেশের প্রতিটি বস্তু তাকে আকর্ষণ করে। তাই কবি বাংলা-মাকে
আকৃতি জানিয়েছেন তিনি যেন ছেলেকে ভুলে না যান। আকাঙ্ক্ষা
জানিয়েছেন চির স্মরণীয় হওয়ার এবং দেশমাতার সৃতিতে পদ ফুলের
মতো ফুটে থাকার। উদ্দীপকের বিতীয় কবিতাংশেও দেশ বা পৃথিবীর
প্রতি কবির ভালোবাসারই বহিপ্রকাশ ঘটেছে। কবি দেশ, দেশের
মানুষের মাঝে তথা এ সুন্দর পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে চান। মৃত্যুর
মধ্য দিয়ে এই প্রকৃতি এই পৃথিবী ছেড়ে চিরতরে চলে যেতে চান না।

• দেশমাত্কার প্রতি উদ্দীপকের কবি ও আলোচ্য কবিতার কবি
উভয়েরই টান সীমাহীন। উভয় জায়গায়ই দেশ ও দেশের প্রকৃতিকে
ভালোবাসা এবং মানবহৃদয়ে বেঁচে থাকার আকৃতি প্রকাশ পেয়েছে।
প্রকাশ পেয়েছে ব্রহ্মেশের সৃতিতে ঠাই পাওয়ার আকুলতা। তাই বলা
যায় যে, প্রশ়িল্প মন্তব্যটি যথার্থ।

টপিকের ধারায় প্রশ্নীত



২. 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতায় কবি পদাফুলের মতো ফুটে থাকতে চান
কেন? [য. বো. '১১]
- ঢ. পদাফুল সুন্দর বলে ৪. নিজের মর্যাদা বৃন্দির জন্য
- ঘ. গ সবাইকে আকৃষ্ট করতে ৫. অমরত্ব লাভের আশায়
৩. চিরস্মি সত্য ফুটে উঠেছে নিচের কোন পঞ্জস্তিতে? [ক. বো. '১১]
- ঢ. সেই ধন্য নরকূলে ৬. জন্মিলে মরিতে হবে
- ঘ. গ জীবতারা যদি খসে ৭. লোকে যারে নাহি ভুলে

১২ গুরুত্বপূর্ণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

মূলপাঠ ► পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা ৪

১. "রেখো, মা, দাসেরে মনে"— এ পঞ্জস্তিতে প্রকাশ পেয়েছে
মাইকেল মধুসূদন দত্তের— [জ. বো. '১৯; চ. বো. '১৪; সকল বোর্ড '১২]
ঢ. ব্রহ্মেশের
ঘ. বদান্যতা
ঘ. সৃতিকাতরতা
২. গুরুত্বপূর্ণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর



৪. 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতায় "লোকে যারে নাহি ভুলে"— এ চরণে
প্রাধান্য পেয়েছে— [সি. বো. '১৯]
 ৫. ① ধর্ম ④ কর্ম
 ৬. ② বংশ ⑤ জাত

৫. "কিন্তু কোন গুণ আছে,
ষাটিব যে তব কাছে"— 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতার এ চরণবর্যে
প্রকাশ পেয়েছে কবির— [য. বো. '১৮]
 ৭. ③ বিনয় ⑥ অনুরাগ
 ৮. ④ বিস্ময় ⑦ আক্ষেপ

৬. 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতায় কবি নিজেকে কীসের সঙ্গে তুলনা
করেছেন? [ক্ৰ. বো. '১৮]
 ৯. ⑤ পদ্মফুল ⑥ মঙ্গিকা
 ১০. ⑦ অমৃত-হৃদ ⑧ সৃতি-জল

৭. 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতায় 'সৃতি-জল' বলতে কী বোঝানো
হয়েছে? [ব. বো. '১৮]
 ১১. ⑨ মানবমনে ⑩ দেশের কল্যাণে
 ১২. ⑩ দেশের হৃদয়ে ⑪ দেশের মুক্তিতে

৮. "আয়ু যেন শৈবালে নীর"— এ পঙ্ক্তির প্রতিফলন ঘটেছে কোন
চরণে? [ঢ. বো. '১৭]
 ১৩. ⑫ মধুহীন করো না গো তব মনঝুকোকনদে
 ১৪. ⑬ চিরন্তির কবে নীর, হায় রে, জীবন-নদে
 ১৫. ⑭ এ দেহ-আকাশ হতে, নাহি খেদ তাহে
 ১৬. ⑮ মঙ্গিকাও গলে না গো পড়িলে অমৃত-হৃদে

৯. 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতায় "জীব-তারা যদি খসে" চরণটিতে কী
বোঝানো হয়েছে? [য. বো. '১৭]
 ১৭. ⑯ জীবনের সৌন্দর্য ⑭ জীবের প্রতি দয়া
 ১৮. ⑰ জীবনের গতিময়তা ⑮ জীবনের অবসান

১০. "তবে যদি দয়া কর" — এখানে কার কাছে দয়া চাওয়া হয়েছে?
 [য. বো. '১৫; চ. বো. '১৬]
 ১১. ⑯ মঙ্গিকা ⑦ হৃদ
 ১২. ⑰ তামুরস ⑧ বঙ্গভূমি

১১. "রেখো, মা, দাসেরে মনে"— এখানে 'দাস' বলতে কবি
বুঝিয়েছেন— [সিকদ বোর্ড '১০]
 ১৩. ⑨ নিজেকে ⑩ চাকরকে
 ১৪. ১০ জন্মভূমিকে ১১ সেবককে

১২. "মধুহীন করো না গো তব মনঝুকোকনদে।" এখানে 'মধুহীন'
বলতে কী বোঝানো হয়েছে? [ঢ. বো. '১৪]
 ১৫. ১২ নিরাশ ১৩ স্বাদহীন
 ১৬. ১৩ অমৃতহীন ১৪ সুগন্ধিহীন

১৩. কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত মৃত্যুর দেবতাকে ডন্ত পাবেন না, যদি
দেশমাতৃকা তাঁকে— [দি. বো. '১৬]
 ১৪. ১৫ মনে রাখে ১৬ শ্রদ্ধা করে
 ১৫. ১৬ দাস ভাবে ১৭ ক্ষমা করে

১৫. "সেই ধন্য নরকূলে" পরের চরণটি কোনটি? [য. বো. '১৫]
 ১৬. ১৭ কিন্তু যদি রাখ মনে ১৮ প্রবাসে দৈবের বশে
 ১৭. ১৮ পড়িলে অমৃত হৃদে ১৯ লোকে যারে নাহি ভুলে

১৬. "এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি"— চরণের
কবিভাবনার পরিচয় রয়েছে কোন কবিতায়? [ব. বো. '১৫]
 ১৭. ১৯ নারী ২০ মানবধর্ম
 ১৮. ২০ বঙ্গভূমির প্রতি ২১ প্রাথী

১৭. "দৈবের বশে" শব্দটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য—
 [মতিবিদ্ব সরকারি বাদক উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা]
 ১৯. ২১ রোগ ২২ আকস্মিকতা
 ২০. ২২ আশীর্বাদ ২৩ ভাগ্যের বিদ্রুলি

- | | | |
|-----|--|---|
| ১৭. | ‘প্রবাসে, দৈবের বশে,
জীব-তারা যদি খসে’
এখানে ‘জীব-তারা’ বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? | [গ্রন্থপুরহাটি সরকারি মালিকা উচ্চ বিদ্যালয়] |
| ক | ক) আত্মা
গ) দেহ | খ) জীবন তারা
ঘ) মৃত্যুর দেবতা |
| ১৮. | “মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভূবনে/ মানবের মাঝে আমি
বাঁচিবারে চাই” – চরণছয়ে ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতার কোন ভাবের
প্রতিফলন ঘটেছে? [সাধ্যানিক ও উচ্চ সাধ্যানিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর] | ঠ) অমরতা
ঘ) স্মৃতিকাতরতা |
| ক | ক) সাধিতে মনের সাধ
গ) নাহি খেদ তাতে | খ) কিন্তু কোন গুণ আছে
ঘ) ফুটি যেন স্মৃতি জলে |
| ১৯. | ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতার কোন চরণে কবিমনের আক্ষেপ প্রকাশ
পেয়েছে? [সাধ্যানিক ও উচ্চ সাধ্যানিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর] | ঠ) সেই ধন্য নরকুলে
ঘ) জীবতারা যদি খসে |
| ব | ২০. “এমন জীবন ভূমি করিবে গঠন, মরিলে হাসিবে ভূমি, কাঁদিবে
ভূবন” – এই পঙ্কজিতির প্রতিফলন নিচের কোন চরণে সর্বাধিক? [বাংলাদেশ নৌবাহিনী কুল ও বদেজ, চট্টগ্রাম] | ঠ) জন্মিলে মরিতে হবে
ঘ) অমর কে কোথা করে |
| ব | ২১. ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতার শেষ চরণ কোনটি? [ঝালকাঠি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়] | ঠ) ফুটি যেন স্মৃতি-জলে
ঘ) কী বসন্ত, কী শরদে |
| ঘ | ২২. মাইকেল মধুসূদন দত্ত কোথায় ফুটতে চেয়েছেন? [কুড়িগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়] | ঠ) পুকুরে
ঘ) স্মৃতির পাতায় |
| ঘ | ২৩. ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতায় কবি নিজেকে কী হিসেবে কল্পনা করেছেন?
ক) প্রভু
গ) দাস | ঠ) স্মৃতিনদে
ঘ) স্মৃতি-জলে |
| ঘ | ২৪. কবি জন্মভূমিকে কী সম্মোধন করে কথা বলা শুরু করেছেন?
ক) মা
গ) পদ্ম | ঠ) দাসী
ঘ) প্রভু |
| ক | ২৫. ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতায় কবি নিজেকে কার দাস হিসেবে কল্পনা
করেছেন?
ক) বিদেশিদের
গ) জন্মভূমির | ঠ) বন্ধুর
ঘ) আত্মীয়ের |
| ক | ২৬. কবি মনের ইচ্ছা পূরণ করতে গিয়ে কী হওয়ার কথা বলেছেন?
ক) ধনী
গ) আশাহত | ঠ) ভূল
ঘ) বিরক্ত |
| গ | ২৭. “জন্মিলে – হবে।” শূন্যস্থানে হবে—
ক) কাঁদিতে
গ) সহিতে | ঠ) হাসিতে
ঘ) মরিতে |
| ঘ | ২৮. বিদেশে কবি কীসের স্বারা বশীভূত হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ
করেছেন?
ক) জ্ঞানের
গ) দৈবের | ঠ) মন্ত্রের
ঘ) প্রকৃতির |
| ক | ২৯. দেহকে কবি কার সঙ্গে ভুলনা করেছেন?
ক) আকাশ
গ) পাহাড় | ঠ) বাতাস
ঘ) সমুদ্র |
| ব | ৩০. ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতার প্রথম চরণ কোনটি?
ক) মধুহীন করে না গো
গ) কহ, গো, শ্যামা জন্ম দে | ঠ) রেখো, মা, দাসের মনে
ঘ) দেহ দাসে, সুবরদে |

শব্দার্থ ও টিকা ▶ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা 85

- | | | |
|-----|---|--|
| ৩৯. | ‘কোকনদ’ কী? | [চ. বো. '১৮] |
| ক | (ক) ফুল
(গ) হৃদ | (খ) নদী
(ঘ) মধু |
| ৪০. | ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতায় মৃত্যুর দেবতাকে কী বলেছে? [চ. বো. '১৭] | |
| ক | (ক) শমন (খ) শ্যামা | (গ) শরদ (ঘ) অমর |
| ৪১. | ‘মানস’ শব্দের অর্থ কী? [চ. বো. '১৫; য. বো. '১৬] | |
| ক | (ক) মন
(গ) আশা | (খ) প্রার্থনা
(ঘ) পদ্ম |
| ৪২. | ‘বন’ শব্দের অর্থ কী? [দি. বো. '১৪] | |
| গ | (ক) বিশাল (খ) বৃষ্টি | (গ) আশীর্বাদ (ঘ) বাদল |
| ৪৩. | “সাধিতে মনের সাধ ঘটে যদি পরমাদ” – এখানে ‘পরমাদ’ শব্দের অর্থ কী? [নওগাঁ জিলা ভুল] | |
| গ | (ক) পরমানন্দ (খ) বিষাদ | (গ) প্রযাদ (ঘ) বিভোর |
| ৪৪. | ‘মিনতি’ বলতে কী বোঝায়? | |
| গ | (ক) একজনের নাম
(গ) বিনীত প্রার্থনা | (খ) মিনমিনে স্বভাব
(ঘ) সুন্দর ব্যবহার |
| ৪৫. | ‘শমন’ কথাটি ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতায় যে অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে— | |
| গ | (ক) আদালতে হাজির হওয়ার আদেশনামা
(খ) গির্জায় পাদ্রির বাপী
(গ) মৃত্যুর দেবতা
(ঘ) প্রশামন বা শান্তি প্রতিস্থাপন | |
| ৪৬. | কবি যাইকেল মধুসূদন দত্ত কাকে শ্যামা বলেছেন? | |
| গ | (ক) মাকে
(গ) বান্ধবীকে | (খ) বোনকে
(ঘ) জন্মভূমিকে |

 পাঠের উদ্দেশ্য ▶ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা ৮৫

৪৭. 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতা পাঠের উদ্দেশ্য কী? [পাবনা সম্বর্ক বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

 - (ক) বাংলার প্রাকৃতিক রূপৈচিত্রের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করা
 - (খ) শিক্ষার্থীদের মনে দেশের প্রতি মমত্ববোধের জাগরণ ঘটানো
 - (গ) শিক্ষার্থীর মনে জাতির ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ে সচেতনা
 - (ঘ) দেশের প্রতি শিক্ষার্থীর মনে শ্রদ্ধা ও বিনয় ভাব জাগানো

- | | | |
|---|---|---|
| ৪৮. | ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতা পাঠ শিক্ষার্থীদের মনে জাগবে— | [বগুড়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়] |
| ক | (ক) স্বদেশপ্রেম
(গ) স্বভাষাপ্রীতি | (খ) বৰজাভিবোধ
(ঘ) স্বনির্ভরতা |
| ৪৯. | ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতাটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা জন্মভূমির প্রতি— | [আজাপ্রত্যয়হীন হবে] |
| ক | (ক) শ্রম্ভাশীল হবে
(গ) বীতশ্রম্ভ হবে | (খ) বিরাগভাজন হবে |
| ৫০. | বিদেশের গ্রিশ্বর্য ও জৌলুসের চেয়ে মূল্যবান— | [বদেশভূমি] |
| ব | (ক) স্বদেশের দুর্নাম
(গ) ব্যক্তির স্বার্থ | (খ) নার্সিসিজম |
| পাঠ-পরিচিতি ► পাঠ্যবই: পৃষ্ঠা ৪৫ | | |
| ৫১. | ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কী ধরনের কবিতা? [চ. বো. '১৭] | |
| ব | (ক) মহাকাব্য
(গ) গীতিকবিতা | (খ) সন্দেচ
(ঘ) পত্রকাব্য |
| ৫২. | ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতায় কোনটি প্রবল হয়েছে? [বগুড়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়] | |
| ক | (ক) স্বদেশপ্রেম
(গ) পল্লিপ্রীতি | (খ) মানবিকতা
(ঘ) স্মৃতিকাতরতা |
| ৫৩. | ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতায় কবির মধ্যে নিচের কোন গুণটি প্রকাশ পেয়েছে? [রাজশাহী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়] | |
| ব | (ক) স্নেহ
(গ) শ্রম্ভা | (খ) বিনয়
(ঘ) সততা |
| ৫৪. | ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতায় কবি নিজেকে মনে করেছেন বঙ্গভূমির— | |
| ব | (ক) জনক
(গ) অভিভাবক | (খ) সন্তান
(ঘ) সেবক |
| ৫৫. | মা ও সন্তানের সম্পর্কে কোনটি লক্ষণীয়? [ম. বো. '১৯] | |
| ব | (ক) দুজন দুজনের প্রতিষ্ঠানী
(গ) সন্তান মাকে ডালোবাসে না | (খ) সন্তানের দোষ মা ক্ষমা করেন
(ঘ) মা সন্তানকে শোষণ করেন |
| ৫৬. | দেশমাত্রকার স্মৃতিতে কবি কী কুলের মতো কুটে থাকতে চেয়েছেন? | |
| ব | (ক) শাপলা
(গ) পদ্মা | (খ) গোলাপ
(ঘ) বেলি |
| কবি-পরিচিতি ► পাঠ্যবই: পৃষ্ঠা ৪৫ | | |
| ৫৭. | মাইকেল মধুসূদন দত্ত কোন খ্রিস্টানে জন্মগ্রহণ করেন? [বরিশাল জিলা কুল] | |
| ব | (ক) ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে
(গ) ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে | (খ) ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে
(ঘ) ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে |
| ৫৮. | বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম মহাকাব্যের নাম কী? [ম. বো. '১৯] | |
| ব | (ক) বীরাঙ্গনা
(গ) মেঘনাদবধ কাব্য | (খ) কৃষ্ণকুমারী
(ঘ) চতুর্দশপদী কবিতাবলি |
| ৫৯. | মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত পত্রকাব্য কোনটি? [জ. বো. '১৭; সি. বো. '১৫] | |
| ব | (ক) বীরাঙ্গনা
(গ) পদ্মাবতী | (খ) শর্মিষ্ঠা
(ঘ) মেঘনাদবধ |
| ৬০. | মাইকেল মধুসূদন দত্ত চিরস্মরণীয় হয়েছেন প্রধানত— [সি. বো. '১৬] | |
| ব | (ক) পত্রকাব্য রচনা করে
(গ) গীতকাব্য রচনা করে | (খ) মহাকাব্য রচনা করে
(ঘ) নাটক রচনা করে |
| ৬১. | ‘কৃষ্ণকুমারী’ মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত কী জাতীয় গ্রন্থ? [ব. বো. '১৫] | |
| ব | অথবা, ‘কৃষ্ণকুমারী’ কোন জাতীয় রচনা? [দি. বো. '১৫] | |
| ৬২. | নিজ ধর্ম ত্যাগ করে কবি মধুসূদন কোন ধর্ম প্রহ্ল করেন? [বিদ্যামঞ্চ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ময়মনসিংহ] | |
| ব | (ক) খ্রিস্ট
(গ) জৈন | (খ) শাক্য
(ঘ) বৌদ্ধ |

 বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রক্ষেপ ও উভয়

- | | | |
|-----|---|---|
| ৬৯. | “সেই ধন্য নরকুলে/লোকে যারে নাহি ভুলে”— এ পঞ্জিক্তে প্রকাশ
পেয়েছে— | [চ. বো. '১৮] |
| | i. অমরতা
ii. উচ্চাকাঙ্ক্ষা
iii. চিরঙ্গন জীবনাকাঙ্ক্ষা | |
| গ | ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii | |
| ৭০. | “মধুহীন করো না গো”— এই চরণে প্রকাশ পেয়েছে কবির
হৃদয়ের— | [কু. বো. '১৭; য. বো. '১৪; কু. বো. '১৫; সি. বো. '১৬] |
| | i. প্রণতি
ii. আত্মবিশ্বাস
iii. একাগ্রতা | |
| ব | ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii | |
| ৭১. | ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতাটি— | [জ. বো. '১৬] |
| | i. সনেট জাতীয়
ii. গীতিকবিতা
iii. সৃতিচারণমূলক | |
| ব | ক i খ ii গ iii ঘ i, ii ও iii | |
| ৭২. | জন্মলে মরিতে হবে,
অমর কে কোথা কবে— উল্লিখিত চরণস্থরে প্রকাশ পেয়েছে— [সি. বো. '১৪] | |
| | i. মানুষ জন্ম-মৃত্যুর অধীন
ii. জীবন ক্ষণস্থায়ী
iii. কর্মগুণে অমর হওয়া যায় | |
| ব | ক i খ ii গ iii ঘ i, ii ও iii | |
| | নোট : সঠিক উত্তর : i ও ii | |
| ৭৩. | “রেখো, মা, দাসেরে যনে”— এ কথায় কবির যে বৈশিষ্ট্য কুটে
উঠেছে— | [আইডিয়াল ছুল অ্যাড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা] |
| | i. গভীর বিনয়
ii. দেশপ্রেম
iii. কবির পরাধীনতা | |
| ক | ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii | |
| | নিচের কোনটি সঠিক? | |

- | | | | | | |
|---|--|---|-------------|----------------|--------------|
| ৭৪. | মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচনা করেন— | [গতিবিল সরকারি মালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা] | | | |
| | i. পত্রকাব্য | ii. মহাকাব্য | | | |
| | iii. সন্দেট | | | | |
| | নিচের কোনটি সঠিক? | | | | |
| ঘ | ক. i ও ii | খ. i ও iii | গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii | |
| ৭৫. | ‘মঙ্গিকা’ অমৃত হৃদে পড়েও গলে না কার গুণে— | [বিন্দুবাসিনী সরকারি মালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা] | | | |
| | i. কবির গুণে | ii. মঙ্গিকার গুণে | | | |
| | iii. অমৃত হৃদের গুণে | | | | |
| | নিচের কোনটি সঠিক? | | | | |
| ঘ | ক. i | খ. i ও ii | গ. iii | ঘ. i, ii ও iii | |
| ৭৬. | ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে— | | | | |
| | i. বন্দেশের প্রতি কবির শ্রদ্ধা | | | | |
| | ii. বন্তু বিশ্ব সম্পর্কে কবির অভিব্যক্তি | | | | |
| | iii. দেশমাত্রকার প্রতি কবির তীব্র একাগ্রতা | | | | |
| | নিচের কোনটি সঠিক? | | | | |
| ঘ | ক. i ও ii | খ. ii ও iii | গ. iii | ঘ. i ও iii | |
| ৭৭. | বড় ও যশষ্বী কবি হওয়ার জন্য মধুসূদন দত্ত যা করেছেন— | | | | |
| | i. অন্য কবিদের সমালোচনায় মন্তব্য হয়েছেন | | | | |
| | ii. স্বধর্ম ত্যাগ করে নতুন ধর্মে দীক্ষিত হয়েছেন | | | | |
| | iii. বিলেতে গিয়েছেন | | | | |
| | নিচের কোনটি সঠিক? | | | | |
| ঘ | ক. i ও ii | খ. ii ও iii | গ. i ও iii | ঘ. iii | |
| ৭৮. | কবির প্রতি জন্মভূমির আচরণ কেমন হলে কবির আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়, জন্মভূমি যদি— | | | | |
| | i. দয়াপরবশ হয় | | | | |
| | ii. চিনেও না চেনার ভাব করে | | | | |
| | iii. ভূল-দোষকে গুণ মনে করে | | | | |
| | নিচের কোনটি সঠিক? | | | | |
| ঘ | ক. i ও ii | খ. i ও iii | গ. iii | ঘ. ii ও iii | |
| অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর | | | | | |
| ৭৯. | উদ্দীপকটি পড়ে ৭৯ ও ৮০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও : | | | | |
| | মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভূবনে | | | | |
| | মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই। | | | | [চ. বো. '১৯] |
| ৮০. | উদ্দীপকের ভাব কোন চরণে লক্ষ করা যায়? | | | | |
| | ক. অমর কে কোথা কবে | খ. ফুটি যেন স্মৃতি জলে | | | |
| ঘ | গ. জীব-তারা যদি খসে | ঘ. নাহি, মা, ডরি শমনে | | | |
| ৮১. | উক্ত চরণে ফুটে উঠেছে— | | | | |
| | i. গভীর দেশপ্রেম | | | | |
| | ii. অমরতার আকাঙ্ক্ষা | | | | |
| | iii. স্থায়িত্বের বাসনা | | | | |
| | নিচের কোনটি সঠিক? | | | | |
| ঘ | ক. i ও ii | খ. i ও iii | গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii | |
| ৮২. | উদ্দীপকটি পড়ে ৮১ ও ৮২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও : | | | | |
| | ওরে আমার মা-জননী জন্মভূমি বাঞ্ছারে | | | | |
| | তোর মত আর পুণ্যবতী ভাগ্যবতী বল মা কে? | | | | [ব. বো. '১৯] |
| ৮৩. | উদ্দীপকে এবং ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতায় কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? | | | | |
| | ক. প্রকৃতপ্রেম | খ. ভাষাপ্রেম | | | |
| ঘ | গ. মাতৃভক্তি | ঘ. দেশপ্রেম | | | |
| ৮৪. | উদ্দীপকে বিবৃত ‘মা’ এবং ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতার ‘মা’ স্বার বোঝানো হয়েছে— | | | | |
| | i. কবির মাকে | ii. সবার মাকে | | | |
| | iii. জন্মভূমিকে | | | | |
| | নিচের কোনটি সঠিক? | | | | |
| ঘ | ক. i | খ. ii | গ. iii | ঘ. i, ii ও iii | |

- য.** • উদ্বীপক ও 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতার মূল চেতনা একই ধারায় প্রবাহিত।— মন্তব্যটি যথার্থ।
- সবদেশের প্রতি গভীর শ্রম্ভা ও ভালোবাসাবোধকেই সবদেশগ্রীষ্মি বলে। সবদেশগ্রীষ্মি মানুষের সহজাত বৈশিষ্ট্য। ভালোবাসা ও শ্রম্ভাবোধের কারণে শত প্রতিকূলতার মধ্যেও মানুষ দেশকে ভুলতে পারে না। দেশের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করে।
 - 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতায় কবির সবদেশ-চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। সবদেশের প্রতি কবির শ্রম্ভা ও একাগ্রতা কবি এই কবিতায় তুলে ধরেছেন। তিনি নিজেকে মনে করেছেন এ দেশমাতার সন্তান। তাই চির জীবন এমনকি মৃত্যুর পরও মাতৃভূমির কোলে ঠাই পেতে চেয়েছেন। উদ্বীপকের কবিতাংশেও কবির দেশপ্রেমের পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। দেশপ্রেমের চেতনা থেকেই কবির মনে হয়েছে সবদেশের কাছে মণি-মুক্তা সব যিথ্যা। সবদেশের সামান্য বস্তুও অনেক মূল্যবান বিদেশের মহামূল্যবান বস্তুর চেয়ে।
 - উদ্বীপক এবং 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতায় সবদেশের প্রতি ভালোবাসা ও গভীর মমতাবোধ প্রকাশ পেয়েছে। প্রতিটি দেশপ্রেমিক মানুষই হৃদয়ে সবদেশপ্রেম লালন করেন। তাঁরা সবকিছুর উর্ধ্বে সবদেশকে কল্পনা করেন। যেমন কল্পনা করেছেন উদ্বীপক ও আলোচ্য কবিতার কবিবর্য। তাই বলা যায় যে, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ৩২ বিষয় : সবদেশপ্রেম।

দেশকে তাই যতটা পারা যায় কাছে থেকে দেখতে হবে। দেশ মানে এর মানুষ, জনপদ, নদী, আকাশ, প্রান্তর, পাহাড়, সমুদ্র এইসব। দেশ হলো আসলে জননীর মতো। মা যেমন মেহ ময়তা ভালোবাসা দিয়ে আমাদের আগলে রাখেন, দেশও তেমনই তার আলো বাতাস সম্পদ দিয়ে আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। মাকে আমরা যেমন ভালোবাসি, দেশকেও তেমনই ভালোবাসতে হবে। দেশকে ভালোবাসার মধ্য দিয়েই সার্থক হয়ে উঠবে আমাদের জীবন।

[তথ্যসূত্র : এই দেশ এই মানুষ—আমার বাংলা বই, পঞ্চম শ্রেণি]

- ক. কবি নিজেকে কী বলে উপস্থাপন করেছেন? ১
 খ. কবি সবদেশকে মা বলেছেন কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
 গ. উদ্বীপকের সঙ্গে 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতার সাদৃশ্য তুলে ধর। ৩
 ঘ. "চেতনাগত দিক থেকে উদ্বীপক এবং 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতা একে অপরের পরিপূরক।"— বিশ্লেষণ কর। ৪

২ন্দ প্রশ্নের উত্তর

শিখনফল ১

- ক.** • কবি নিজেকে দেশ মাতার দাস বলে উপস্থাপন করেছেন।
- খ.** • সবদেশ বা মাতৃভূমির প্রতি কবির অনুরাগ থাকায় তিনি মাতৃভূমিকে মা বলেছেন।
- মানুষ জন্মের পর থেকে মায়ের কোলে মায়ের আদর-যত্নে বেড়ে উঠে। মা তাঁর ছায়ায় ও মেহের বন্ধনে রেখে আমাদের বড় করেন। দেশের ক্ষেত্রেও ঠিক একই ঘটনা ঘটে। আমরা জন্মের পরে দেশের মাটিতে ও আবহাওয়ায় বড় হতে থাকি। দেশ তার প্রকৃতির সৌন্দর্য ও মেহ-ময়তা দিয়ে আমাদের আগলে রাখে। তাই দেশ আমাদের মায়ের মতো। মায়ের প্রতি আমরা যেমন টান অনুভব করি, দেশের প্রতিও আমরা একই টান অনুভব করি। এ কারণেই কবি দেশকে মা বলেছেন।
 - উদ্বীপকের সঙ্গে 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতার দেশের প্রতি শ্রম্ভার সাদৃশ্য রয়েছে।
 - দেশ আমাদের মায়ের মতো। মায়ের প্রতি আমরা যেমন ভালোবাসা ও দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করি, তেমনি দেশের প্রতিও আমাদের দায়িত্বশীল হওয়া উচিত।
 - উদ্বীপকে দেশের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রম্ভার কথা বলা হয়েছে। দেশকে মায়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এবং দেশের প্রতি কর্তব্য পালনের দিকটি ফুটে উঠেছে। 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতায় কবি

মাতৃভূমির প্রতি শ্রম্ভা-ভক্তি ও দেশের প্রতি একনিষ্ঠ বঙ্গভূমির ভালোবাসার থকাশ ঘটেছে। তাই বলা যায়, উদ্বীপকের সঙ্গে 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতার দেশের প্রতি শ্রম্ভার সাদৃশ্য রয়েছে।

- ঘ.** • "চেতনাগত দিক থেকে উদ্বীপক এবং 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতা একে অপরের পরিপূরক।"— মন্তব্যটি যথার্থ।
- দেশ ও মা আমাদের কাছে অত্যন্ত ভালোবাসা ও শ্রম্ভার। তাই দেশ ও মায়ের প্রতি আমাদের সচেতন ও দায়িত্বশীল থাকা উচিত।
 - উদ্বীপকে দেশের মানুষ প্রকৃতি সবকিছুর প্রতিই ভালোবাসা ফুটে উঠেছে। দেশ কীভাবে আমাদেরকে মায়ের মতো আগলে রাখে সেদিকটি প্রকাশ পেয়েছে। 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতায় দেশের প্রতি শ্রম্ভা ও ভালোবাসার দিকটি প্রকাশিত হয়েছে। দেশের প্রকৃতি, দেশের সার্বিক সম্পদ কীভাবে কবির হৃদয়জুড়ে স্থান পেয়েছে সেদিকটি ফুটে উঠেছে।
 - উদ্বীপক ও কবিতায় দেশের প্রতি ভক্তি ও শ্রম্ভার দিকটি ব্যক্ত হয়েছে। তাই বলা যায়, চেতনার দিক থেকে উদ্বীপক এবং 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতা একে অপরের পরিপূরক।

প্রশ্ন ৩৩ বিষয় : সবদেশের প্রতি ভালোবাসা।

সন্ন্যাসীবেশে ফিরি দেশে দেশে হইয়া সাধুর শিষ্য

কত হেরিলাম মনোহর ধাম, কত মনোরম দৃশ্য!

ভূধরে সাগরে বিজনে নগরে যখন যেখানে ভূমি

তবু নিশিদিনে ভূলিতে পারি নে সেই দুই বিঘা জমি।

হাটে মাঠে বাটে এই মতো কাটে বছর পনেরো-ষোল-

একদিন শেষে ফিরিবারে দেশে বড়োই বাসনা হলো।

নমোঃ নমোঃ নমোঃ সুন্দরী ময় জননী বঙ্গভূমি!

গঙ্গার তীর, মিঞ্চ সমীর, জীবন জুড়ালে তুমি।

[তথ্যসূত্র : দুই বিঘা জমি— রবিন্দ্রনাথ ঠাকুর]

ক. মাইকেল মধুসূন্দন দত্ত কয়টি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন? ১

খ. কবি জীবনকে নদের সঙ্গে তুলনা করেছেন কেন? বৃষিয়ে লেখ। ২

গ. 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতার কোন বিষয়টি উদ্বীপকে খুঁজে পাওয়া যায়?— ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "মিল থাকলেও উদ্বীপকটি 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতার সামগ্রিক ভাবকে প্রকাশ করেনি।"— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

শিখনফল ১

- ক.** • মাইকেল মধুসূন্দন দত্ত ৮টি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন।

- খ.** • মানবজীবন নদের মতো সদা চঙ্গল ও প্রবহমান। তাই কবি জীবনকে নদের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

- মানবজীবন নদীর প্রবাহের মতো। নদী যেমন সদা প্রবহমান, নিয়ত এর গতিপথ পরিবর্তিত হয়, মানবজীবনও তেমনই পরিবর্তনশীল। নদীর জল যেমন স্থির থাকে না, মানবজীবনও তেমনই একই রকম থাকে না। জীবনে উঠান-পতন দেখা দেয়। কবি তাই মানবজীবনকে নদের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

- ঘ.** • 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতার সবদেশপ্রেমের বিষয়টি উদ্বীপকে খুঁজে পাওয়া যায়।

- মা, মাতৃভাষা, মাতৃভূমি এ তিনটি প্রতিটি মানুষের কাছেই অতি প্রিয়, অনেক আপন। সে দেশমাতার কোলে পরম শান্তিতে থাকতে চায়, যেমন থাকে মায়ের কোলে।

- উদ্বীপকের কবিতাংশে জনভূমির প্রতি গভীর ময়তা প্রকাশিত হয়েছে। পৃথিবীর কোথাও জনভূমির মতো শান্তির জায়গা নেই। এজন্য প্রবাসে গিয়েও জনভূমিকে ভুলে থাকা যায় না। এই ভাবটি 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতায়ও প্রকাশিত হয়েছে। কবি প্রবাস জীবনে থেকেও মাতৃভূমির কথা ভুলতে পারেননি। দেশমাতাকে তিনি মিনতি করেছেন, সে যেন কবিকে মনে রাখে। তার সব দোষ ক্ষমা । দেয়। কবিতার এই দিকটিই উদ্বীপকে খুঁজে পাওয়া যায়।

৩. • “মিল থাকলেও উদ্দীপকটি ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতার সামগ্রিক ভাবকে প্রকাশ করেনি।”— মন্তব্যটি যথার্থ।
৪. জন্মভূমি মানুষের অস্তিত্বের সঙ্গে মিশে থাকে। তাই জন্মভূমি থেকে কেউ দূরে থাকলেও তাকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। দেহগত বিচ্ছিন্ন হলেও তার আত্মিক সম্পর্ক মুছে দেওয়া সম্ভব নয়।
৫. উদ্দীপকে বলা হয়েছে, মাতৃভূমির মতো শান্তির জায়গা আর কোথাও নেই। জন্মভূমির রূপের মতো সৌন্দর্য দেশে দেশে ঘুরলেও দেখা যায় না। এ ভাবটি ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতায়ও উঠে এসেছে। তবে এটিই কবিতার সামগ্রিক রূপ নয়। এ বিষয় ছাড়াও কবিতায় অন্যান্য ভাবের প্রকাশ ঘটেছে।
৬. ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতায় কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রবাসে বসে মাতৃভূমির স্মৃতিচারণ করেছেন। এতে দেশের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও একাগ্রতা তীব্রভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। কবি দেশমাতার কাছে যিনতি করেছেন সে যেন তাকে মনে রাখে, সব দোষ ক্ষমা করে দেয়। কবি দেশমাতার স্মৃতিতে পদ্মফুলের মতো ফুটে থাকতে চান। এ ভাবগুলো সম্পূর্ণভাবে উদ্দীপকে উঠে আসেনি। এসব দিক বিচারে তাই বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ০৪ যশোর বোর্ড ২০১৬

ল্যাপটপ কিনে দেয়নি বলে বাবা-মায়ের ওপর রাগ করে বাড়ি থেকে বের হয়ে গিয়েছিল রাসেদ। বন্ধুর বাড়িতে দু'দিন কাটানোর পর সে বুঝতে পারে যে, এই পরিবারের সকলে ওকে বোৰা ভাবছে। আরও কিছু হওয়ার আগেই সে নিজ বাড়িতে ফিরে মা-বাবার কাছে কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। মা বলেন— পর কখনও আপন হয় না রে পাগল, আপন হয় না।

- ক. অমৃত-হৃদে পড়লে কী গলে না? ১
 খ. কবি নিজেকে ‘দাস’ ভেবেছেন কেন? বুঝিয়ে দেখ। ২
 গ. উদ্দীপকের রাসেদের মাঝে ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতা রচয়িতার যে চেতনা প্রকাশ পেয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
 ঘ. উল্লিখিত চেতনাই কেবল ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতার বিষয়বস্তুকে তুলে ধরে না— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ২

- ক. • অমৃত-হৃদে পড়লে মন্দিকা গলে না।
 খ. • কবি নিজেকে দাস ভেবেছেন, কারণ জন্মভূমি তাঁর কাছে মায়ের মতো এবং তিনি সেই মায়ের বিনয়ী সন্তান।
 • কবি জন্মভূমিকে মা আর নিজেকে সেই মায়ের দাস হিসেবে কল্পনা করেছেন। তিনি নিজেকে মায়ের সেবক মনে করে মায়ের কাছে অর্থাৎ জন্মভূমির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন স্বদেশ ফেলে বিদেশে যাওয়ার জন্য। প্রবাসে থেকে কবি উপলব্ধি করেছেন স্বদেশের মেহ-মায়া-মমতার কথা। জন্মভূমিকে তাই মা মনে করে সন্তান হিসেবে নিজের ভুলের জন্য ক্ষমা চেয়েছেন মায়ের কাছে। এ কারণে মায়ের কাছে বিনয়ের সাথে তিনি নিজেকে দাস ভেবেছেন।
 গ. • উদ্দীপকের রাসেদের মাঝে ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতার কবির যে চেতনা প্রকাশ পেয়েছে তা হলো নিজের ভুল বুঝতে পেরে নিঃসংকোচে ক্ষমা প্রার্থনা করা।
 • মানুষ ভুল করে স্বাভাবিক নিয়মে। আবার ভুল বুঝতে পেরে অনুত্তম হয়ে ক্ষমা ও প্রার্থনা করে। ক্ষমা চাওয়ার মধ্যে লজ্জার কিছুই নেই।
 • ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতার আমরা দেখি কবির স্বদেশের প্রতি শ্রদ্ধা ও একাগ্রতা প্রকাশ পেয়েছে। প্রবাসী কবি মধুসূদন দত্ত ভেবেছেন মা যেমন সন্তানের কোনো দোষ মনে রাখে না তেমনি দেশমাত্কাও তাঁর সব দোষ ক্ষমা করবেন। তাই বিনয়ের সাথে তিনি নিজের ভুল স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। নিজের ভুল বুঝতে পেরে নিঃসংকোচে ক্ষমা প্রার্থনা বিষয়টি উদ্দীপকের রাসেদের মধ্যেও প্রকাশ পেয়েছে। রাগ করে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়ে রাসেদ অনুধাবন করে যে সে ভুল করেছে,

ফলে সে পুনরায় বাড়ি ফিরে এসে মা-বাবার কাছে ভুল স্বীকার করে অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। তাই আমরা বলতে পারি যে, উদ্দীপকের রাসেদের মাঝে ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতার রচয়িতার যে চেতনা প্রকাশ পেয়েছে তা হলো নিজের ভুল বুঝতে পেরে নিঃসংকোচে ক্ষমা প্রার্থনা করা।

- য. • উল্লিখিত ‘চেতনাই কেবল ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতার বিষয়বস্তুকে তুলে ধরে না— মন্তব্যটি যথার্থ।

০ মা ও মাতৃভূমি প্রত্যেক মানুষের সবচেয়ে আপন। মানুষকে সবাই ত্যাগ করলেও মা আর মাতৃভূমি মানুষকে কখনো ত্যাগ করে না। মা ও মাতৃভূমি হলো মানুষের সবচেয়ে নিরাপদ স্থান।

০ উদ্দীপকের রাসেদ তার ভুল বুঝতে পেরে বাড়ি ফিরে আসে। মা-বাবার কাছে নিজের অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। অন্যদিকে ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতায় আমরা দেখি জন্মভূমির প্রতি কবির শ্রদ্ধা ও একাগ্রতা। কবি জন্মভূমিকে মা হিসেবে কল্পনা করেছেন। কবি নিজ অপরাধের জন্য জন্মভূমি মায়ের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তিনি দেশমাত্কার স্মৃতিতে পদ্মফুলের মতো ফুটে থাকার অভিযন্ত্রণ ও প্রকাশ করেন।

০ উদ্দীপকে শুধু ক্ষমা প্রার্থনার বিষয়টি ফুটে উঠেছে। কিন্তু এই একটি চেতনাই আলোচ্য কবিতার বিষয়বস্তুকে তুলে ধরে না। কেননা উদ্দীপকের এই চেতনাটি ছাড়াও কবিতায় ফুটে উঠেছে গভীর দেশপ্রেম, দেশের প্রতি আনুগত্য ও মৃত্যুর পরেও দেশের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কে আবন্ধ থাকা। তাই আমরা বলতে পারি যে, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ০৫ যমবনসিংহ বোর্ড ২০১৯

হৃদয়ের কোণে পুশি আশ

মানুষের মনে যেন জাগি বারো মাস

সারাজীবনে রচিত আমারই সৃষ্টি ধন

যেন মানবের উপকারে আসে বারংবার।

ক. কবি দেশমাত্কার স্মৃতিতে কোন ফুলের মতো ফুটে থাকার কামনা করেছেন? ১

খ. “হেন অমরতা আমি, কহ, গো, শ্যামা জন্মদে!”— কবি এ কথা বলেছেন কেন? ২

গ. উদ্দীপকটি কোন দিকে দিয়ে ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. “সাদৃশ্য থাকলেও উদ্দীপককে ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতার পরিপূরক বলা যায় না।”— ম্ল্যায়ন কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ৩

- ক. • কবি দেশমাত্কার স্মৃতিতে পদ্মফুলের মতো ফুটে থাকার কামনা করেছেন।

খ. • “হেন অমরতা আমি, কহ, গো, শ্যামা জন্মদে।”— কবি কোন গুণের জন্য জন্মভূমির কাছে অমরতা প্রত্যাশা করবেন সেই বিষয়টি জানতে প্রশ্নোক্ত কথাটি বলেছেন।

০ ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতায় কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রবাসে থাকাকালে দেশের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে। কবি দেশকে ভালোবাসেন বলেই স্বদেশের স্মৃতিতে অমর হয়ে থাকতে চান। অনুত্তম কবি মনে করেন, তাঁর এমন কোনো গুণ নেই যার কারণে তিনি অমরতা লাভ করত পারেন। কবি তাই শ্যামল জন্মভূমির কাছে প্রশ্ন করেন যে, তাঁর এমন কোনো গুণ কী আছে যার বারা তিনি তাঁর অপরাধের ক্ষমা পেতে পারেন এবং জন্মভূমির কোলে আশ্রয় নিয়ে অমরতা লাভ করতে পারেন।

ঘ. • উদ্দীপকটি মানুষের হৃদয়ে স্থান লাভ করার দিকে দিয়ে ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

০ জন্মভূমি প্রত্যেকের কাছেই অত্যন্ত শ্রদ্ধার ও ভালোবাসার স্থান। এ কারণে মানুষ প্রবাসে থাকলেও প্রিয় জন্মভূমিকে ভুলতে পারে না। জন্মভূমির নানা স্মৃতিকথা মনে করে আবেগে আপ্ত হয়।

• উদ্দীপকে নিজের সৃষ্টিকর্ম এবং সেগুলো মানবকল্যাণে নিবেদন করে মানুষের মাঝে বেঁচে থাকার তীব্র প্রত্যাশা ব্যক্ত হয়েছে। এই বিষয়টি 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতায় প্রতিফলিত কবির স্বদেশপ্রীতি এবং স্বদেশের মানুষের মনে চির অস্থান হয়ে থাকার প্রত্যাশার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। এ কবিতায় কবি দেশমাত্কার স্মৃতিতে পদার্থকলের মতো ফুটে থাকার জন্য বর প্রার্থনা করেছেন। কবিকে যেন তাঁর প্রিয় জন্মভূমি মনে রাখেন। উদ্দীপকের কবিতাংশেও কবির সেই প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটেছে। তিনিও তাঁর কর্মের মাধ্যমে সবার কাছে গ্রহণীয় হয়ে শ্রদ্ধায়-ভালোবাসায় বেঁচে থাকতে চান।

ব. • "সাদৃশ্য থাকলেও উদ্দীপককে 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতার পরিপূরক বলা যায় না।"— মন্তব্যটি যথার্থ।

• জন্মভূমির প্রতি মানুষের ভালোবাসা অকৃত্রিম। মানুষ যেখানেই থাকুক না কেন জন্মভূমিকে ভুলে থাকতে পারে না। কারণ জন্মভূমি মানুষের কাছে মায়ের মতোই আপন এবং শ্রদ্ধার বস্তু।

• 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতায় কবির স্বদেশ চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। তিনি নিজেকে দেশমাতার সন্তান মনে করেছেন। তিনি তাই জন্মভূমির মাটিতেই চিরস্মরণীয় হয়ে থাকতে চেয়েছেন। এই বিষয়টি উদ্দীপকের কবিতাংশের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। এছাড়া কবিতায় জন্মভূমির সঙ্গে কবির যে গভীর বন্ধনের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে তা উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়নি। এ কবিতায় কবির মধ্যে যে সত্যিকারের দেশপ্রেম প্রকাশ পেয়েছে তা উদ্দীপকে অনুগ্রহিত। এতে কবি নিজের ভুল স্মৃতি করেছেন এবং নিজেকে জন্মভূমির কাছে নিবেদন করেছেন, যাতে জন্মভূমি তাকে মেহধারা থেকে বঙ্গিত না করে। উদ্দীপকে এমন আকৃতি প্রকাশ পায়নি।

• 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতায় কবির অনুভবে মা এবং মাতৃভূমি অভিন্ন। 'কবি তার দেশমাতার কাছে মিনতি করেছেন দেশমাতা যেন তাকে মনে রাখে। আর উদ্দীপকের কবিতাংশে কবি মানবকল্যাণমূলক কাজের মধ্য দিয়ে সবার মনে জ্ঞানগা করে নেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। এসব দিক বিচারে তাই বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ০৬ দিনাজপুর বোর্ড ২০১৮

"এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো ভূমি
সকল দেশের রানি সে যে আমার জন্মভূমি।"

ক. জন্মিলে কী করতে হবে?

খ. "সেই ধন্য নরকুলে" বলতে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন? ২

গ. উদ্দীপকে 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উদ্দীপকে ফুটে ওঠা দিকটি ছাড়াও 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতায় আরও নানা দিকের সমাবেশ ঘটেছে"— মন্তব্যটির যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ৪

ক. • জন্মিলে মরিতে হবে।

খ. • "সেই ধন্য নরকুলে"— কবি একথা বলেছেন কারণ তিনি উপলব্ধি করেছেন যে, পৃথিবীতে স্মরণীয় হলেই ব্যক্তির জীবন ধন্য হয়।

• জীবন অতি ক্ষুদ্র। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জীবনের সমাপ্তি ঘটে। কিন্তু প্রবলভাবে আশাবাদী মানুষ মৃত্যুকেও জয় করতে চায়। কারণ মৃত্যুর পর মানুষ তাঁর কর্মের মধ্য দিয়েই বেঁচে থাকে। কবি এ কথা উপলব্ধি করেই বলেন মানবকুলে সেই ধন্য যাকে লোকে কখনো ডোলে না। সে স্মৃতির মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকে। তাই কবিও তাঁর সৃষ্টিকর্মের মধ্য দিয়ে অমরত্ব লাভ করতে চান।

গ. • উদ্দীপকে 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতার স্বদেশপ্রেমের দিকটি ফুটে উঠেছে।

• স্বদেশের প্রতি মানুষের গভীর ভালোবাসাই স্বদেশপ্রেম। স্বদেশপ্রেমের কারণেই মানুষ প্রবাসে গিয়েও নিজের জন্মভূমিকে ভুলতে পারে না। জন্মভূমির প্রতি গভীর টান অনুভব করে।

• উদ্দীপকের কবিতাংশে স্বদেশের প্রতি গভীর অনুরাগ ও ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে। এখানে কবি বলেছেন, তাঁর প্রিয় জন্মভূমির মতো এমন দেশ পৃথিবীর আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। কবির দেশটি পৃথিবীর সব দেশের চেয়ে সুন্দর। কবির জন্মভূমি সব দেশের রানি। উদ্দীপকের কবির স্বদেশের প্রতি এই অনুরাগ 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতায় প্রতিফলিত কবির স্বদেশনুরাগের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। কবিও এ কবিতায় তাঁর প্রিয় বঙ্গভূমির প্রতি গভীর ভালোবাসার কথা বলেছেন। স্বদেশের প্রতি কবির ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে। কবি তাঁর প্রবাস জীবনে প্রিয় বঙ্গভূমির কথা স্মরণ করে ব্যথিত হয়েছে। তিনি স্বদেশের মাটিতে ফিরে আসতে চেয়েছেন। এখানে কবির যে স্বদেশপ্রেম প্রকাশ পেয়েছে তা উদ্দীপকের কবির স্বদেশপ্রেমের দিকটিকে নির্দেশ করেছে।

ব. • "উদ্দীপকে ফুটে ওঠা দিকটি ছাড়াও 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতায় আরও নানা দিকের সমাবেশ ঘটেছে"— মন্তব্যটি যথার্থ।

• মা, মাটি, মাতৃভাষা এই তিনটি মানুষের সবচেয়ে শ্রদ্ধার বস্তু। মানুষ প্রয়োজনের তাগিদে যেখানেই যাক না কেন এ তিনটির কথা ভুলতে পারে না। জন্মভূমির প্রতি গভীর ভালোবাসায় মানুষ তাকে মায়ের সঙ্গে তুলনা করে।

• উদ্দীপকে স্বদেশের প্রতি গভীর অনুরাগ ও ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে। স্বদেশকে সবার সেরা বলে তাঁর প্রতি নিজের শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে। এই বিষয়টি 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতায় প্রতিফলিত কবির স্বদেশপ্রেমের দিকের সঙ্গে একস্ত্রে গাঁথা। উদ্দীপকের এই বিষয়টি ছাড়াও আরও কিছু বিষয় 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে। কবি স্বদেশের প্রতি গভীর অনুরাগ ব্যক্ত করতে গিয়ে দেশমাত্কার স্মৃতিতে পদার্থকলের মতো ফুটে থাকতে চেয়েছে। তাঁর মধ্য দিয়ে তিনি স্বদেশের বুকে অমরতা লাভ করতে চেয়েছেন।

• 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতায় কবি তাঁর প্রবাসজীবনের যন্ত্রণা এবং তা ভুলে থাকতে স্বদেশের প্রতিটি বস্তুর প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করার কথা ব্যক্ত করেছেন। কবি দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করেছেন। তিনি মানুষের স্মৃতিতে সবসময় বিরাজ করতে চেয়েছেন। এ ধরনের কোনো প্রত্যাশা উদ্দীপকে প্রকাশ পায়নি। কবিতায় কবি মানুষের জীবনকে নদীর জলধারার সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং জন্মভূমির মেহের বন্ধনকে চিরস্মরণীয় মনে করেছেন। অর্থাৎ স্বদেশের প্রতি তাঁর অটুট বন্ধনের দিকটি তুলে ধরেছেন। উদ্দীপকে অনুরূপভাবে কবির অনুরাগ প্রতিফলিত হয়নি। এসব দিক বিচারে তাই বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ০৭ বিষয় : জন্মভূমিকে মায়ের সমান মর্যাদা দান।

ঘরের যে মা এক মা হলো, এক মা দেশের মাটি

অ আ ক খ আরেক মা যে— মায়ের মতোই খাটি।

এক মা থাকে ছেলের ঘরে, আরেক মা এই ভাষা

মাটি মা এই বুকে মিশে— ছড়ায় ভালোবাসা।

ঘরের কোণে মা-জননী কঠে তুলে গান—

মাটি মায়ের বুকে হেঁটে ষপ্প আনতে যান।

মায়ের ষপ্প ছেলের চোখে সর্বে-ফুলের হাসি,

সকল সুখে-দুখে থাকে তিন মা পাশাপাশি।

|তথ্যসূত্র : তিন মা— আহমদ উল্লাহ|

ক. 'তামরস' শব্দের অর্থ কী?

১

খ. "মধুহীন করো না" বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

২

গ. উদ্দীপকটি 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতার কোন দিকটিকে নির্দেশ করেছে? ব্যাখ্যা কর।

৩

ঘ. উদ্দীপকের মূলভাব এবং 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতার মূলভাব একস্ত্রে গাঁথা। মন্তব্যটি যাচাই কর।

৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ৪

ক. • 'তামরস' শব্দের অর্থ 'পদ্ম'।

১. • “মধুহীন করো না” বলতে কবি শাত্রুঘ্নি যেন তাকে মেহধারা থেকে বজ্জিত না করে তা বুঝিয়েছেন।

• মধুসূদন দড় মনে করেছিলেন যে তিনি বিলেতে না গেলে বড় কবি হতে পারবেন না। তাই তিনি স্বদেশ ত্যাগ করে বিলেতে যান কিন্তু বিফল হন। বিদেশ যাওয়া যে তাঁর মারাত্মক ভুল হয়েছে, এটা ভেবে তিনি অনুভঙ্গ হন এবং জন্মভূমির কাছে ক্ষমা চেয়ে বলেন দেশমাত্কা যেন তাঁকে মেহধারা থেকে বজ্জিত না করেন। তার ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দিয়ে তাকে যেন বক্ষে ধারণ করেন সেই প্রত্যাশা করেছেন।

২. • উদ্দীপকটি ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতার জন্মভূমির প্রতি কবির গভীর অনুরাগের দিকটিকে নির্দেশ করে।

• জন্মভূমির প্রতি মানুষের গভীর ভালোবাসাই স্বদেশপ্রেম। স্বদেশের প্রতি গভীর ভালোবাসার কারণেই মানুষ প্রবাসে গিয়েও জন্মভূমিকে ভুলতে পারে না। জন্মভূমির প্রতি গভীর টান অনুভব করে।

• উদ্দীপকের কবিতাংশে মা, মাটি ও মাতৃভাষার প্রতি কবির গভীর অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে। কবি এখানে তাঁর জননীকে, জন্মভূমিকে এবং মাতৃভাষাকে মা হিসেবে নিজের আবেগ প্রকাশ করেছেন। মায়ের কোলে জন্ম নিয়ে জন্মভূমির আলো-হাওয়ায় বেড়ে উঠা এবং মাতৃভাষা বাংলায় মনের ভাব প্রকাশের জন্য কবি এসবের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও কৃতজ্ঞ। উদ্দীপকের এ বিষয়টি ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতার জন্মভূমির প্রতি কবির গভীর অনুরাগের দিকটিকে নির্দেশ করে। এ কবিতায় কবি স্বদেশের প্রতি গভীর অনুরাগ ও ভালোবাসা ব্যক্ত করেছেন। তিনি নিজেকে স্বদেশ মাতার সন্তান মনে করেছেন। প্রবাসজীবনে প্রিয় জন্মভূমির কথা স্মরণ করে তিনি ব্যথিত হয়েছেন। তিনি স্বদেশের মাটিতে ফিরে আসতে চেয়েছেন।

৩. • উদ্দীপকের মূলভাব এবং ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতার মূলভাব একসূত্রে গাঁথা।— মন্তব্যটি যথার্থ।

• মা, মাটি, মাতৃভাষা এ তিনটি প্রত্যেকের কাছেই অত্যন্ত শ্রদ্ধা। মানুষ প্রয়োজনের তাপিদে যেখানেই যাক না কেন, এ তিনটির কথা ভুলতে পারে না। জন্মভূমির প্রতি গভীর ভালোবাসায় মানুষ তাকে মায়ের সঙ্গে তুলনা করে।

• ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতায় কবি জন্মভূমিকে মা বলে সম্মোধন করে নিজেকে তাঁর দাস হিসেবে নিবেদন করেছেন। তাঁর এ নিবেদনে জন্মভূমির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বাংলা মাকে আকৃতি জানিয়েছেন যে, বাংলা মা যেন তাঁর ছেলেকে ভুলে না যায়। তিনি দেশমাতার সৃতিতে পদ্ম ফুলের মতো ফুটে থাকার প্রত্যাশা করেছেন। স্বদেশ মায়ের প্রতি কবির এই আকৃতির সঙ্গে উদ্দীপকের কবিতাংশের জন্মভূমি মায়ের প্রতি কবির গভীর অনুরাগ ও ভালোবাসা সাদৃশ্যপূর্ণ। স্বদেশের মাটির ঝগড়ে এখানে গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করা হয়েছে।

• উদ্দীপকের কবিতাংশে কবি তাঁর জননী, জন্মভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি গভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন। এখানে স্বদেশের প্রতি তাঁর অকৃতিম ভালোবাসা প্রতিফলিত হয়েছে। এ বিষয়টি ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতায় কবির স্বদেশানুরাগের অনুরূপ। উদ্দীপকে মাতৃভূমির বুকে হেঁটে স্বপ্ন আনতে যাওয়ার কথা বলে যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়েছে তা কবিতায় স্বদেশের প্রতি কবির কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। এ দিক থেকে বলা যায় যে, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ০৮ বিষয় : স্বদেশের সৃতিবিজড়িত নদীর কথা।

সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে!

সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে;

সতত (ব্যেতি লোক নিশার স্বপনে

শোনে মায়া-মন্তব্যনি) তব কলকলে

জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে।

বহু দেশে দেখিয়াছি বহু নদ-দলে
কিন্তু এ স্বেচ্ছের তৃষ্ণা শিটে কার জলে?
দুর্ঘ-স্নোতোরূপী তুমি জন্মভূমি-স্নে।

[তথ্যসূত্র : কপোতাঙ্ক নদ— মাইকেল মধুসূদন দত্ত]

ক. ‘মানস’ শব্দের অর্থ কী?

১

খ. ‘চিরস্মির কবে নীর’— এ কথা দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

২

গ. উদ্দীপকের সঙ্গে ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতার সাদৃশ্য নিরূপণ কর।

৩

ঘ. “উদ্দীপকে ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতার আংশিক ভাবের প্রতিফলন ঘটেছে।”— মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার কর।

৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ৪

ক. • প্রশ্নোক্ত কথাটি দ্বারা বোঝানো হয়েছে ‘মানস’ শব্দের অর্থ মন।

খ. • প্রশ্নোক্ত কথাটি দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, নদীর জল কখনো একই জায়গায় অবস্থান করে না।

• পৃথিবী গতিময় ও পরিবর্তনশীল। সবকিছুই সময়ের ব্যবধানে পরিবর্তিত হয়। নদীর পানি প্রবাহিত হয়ে চলে যায়। সেই পানি পুনরায় আর ফিরে আসে না। জীবন-নদীর ধর্মও নদীর মতো। এখানে কেউ অমরত্ব লাভ করতে পারে না।

ঘ. • স্মৃতিকাতরতার দিক দিয়ে উদ্দীপকের সঙ্গে ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতার সাদৃশ্য রয়েছে।

• মানুষ স্বদেশকে কখনই ভুলে থাকতে পারে না। পৃথিবীর কোনো মায়াই মানুষের স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা এক বিন্দু কমাতে পারে না। এ কারণেই প্রবাসে থেকেও মানুষের স্বদেশের প্রতি স্মৃতিকাতরতা বারবার তাড়িত করে।

• ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতায় স্বদেশের প্রতি কবির গভীর শ্রদ্ধা ও একাগ্রতা প্রকাশ পেয়েছে। কবি প্রবাসজীবনে থেকেও নিজের মাতৃভূমিকে ভুলতে পারেননি। এজন্য কবি স্মৃতিবিজড়িত স্বদেশের কাছে বারবার মিনতি করেছেন, দেশমাতা যেন তাঁকে স্মরণে রাখে। উদ্দীপকের কবিতাংশেও মাতৃভূমির প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে। জন্মভূমির স্মৃতি কবিকে বারবার তাড়িত করে। এই দিক থেকেই উদ্দীপকের সাথে ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতার সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ. • “উদ্দীপকে ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতার বিষয়বস্তুর আংশিক ভাবের প্রতিফলন ঘটেছে।”— মন্তব্যটি যথার্থ।

• মানুষ স্বদেশের কাছ থেকে দূরে গিয়েও স্বদেশকে কখনো ভুলে থাকতে পারে না। স্বদেশের নানা অনুষঙ্গের স্মৃতি তাঁর বারবার মনে পড়ে। স্বদেশের প্রতি গভীর দেশপ্রেম থেকেই এমনটি ঘটে।

• উদ্দীপকের কবিতাংশে কবি স্বদেশের প্রতি গভীর ভালোবাসা থেকে স্মৃতিবিজড়িত নদের কথা স্মরণ করেছেন। সেই নদের কথা কবির সবসময় মনে পড়ে। দূরে গিয়ে বহু দেশের বহু নদ-নদী দেখেও কবি স্বদেশের প্রিয় নদের কথা ভুলতে পারেননি। ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতায়ও স্বদেশের প্রতি স্মৃতিকাতরতার পাশাপাশি তীব্র ভালোবাসার প্রতিফলন ঘটেছে। কবি প্রবাসজীবনে থেকেও জন্মভূমির স্মৃতিকে ভুলে থাকতে পারেননি। এজন্য কবি জন্মভূমির মাটিতে অমর হয়ে থাকতে চেয়েছেন। দেশকে মায়ের মতো ভেবে কবি দেশমাতার কাছে নিজের ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। কবি বিনয়ের সঙ্গে দেশমাতার কাছে মিনতি জানিয়েছেন, তিনি যেন দেশমাত্কার স্মৃতিতে পদ্মফুলের মতো ফুটে থাকতে পারেন।

• ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতায় স্বদেশের প্রতি কবির শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও একাগ্রতা তীব্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সেই সাথে দেশকে মায়ের মতো কল্পনা করে জন্মভূমির প্রতি কবির গভীর মিনতি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু উদ্দীপকে আলোচ্য কবিতার সঙ্গে মিল রেখে স্মৃতিকাতরতার বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে মাত্র। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতার বিষয়বস্তুর আংশিক প্রতিফলন ঘটেছে।



প্রশ্ন ৯ জাহানারা ক্যাটনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেটে জাহানারা ইমামের বড় ছেলে রূমী। মৃত্যুমুখের সময় তাকে আমেরিকায় ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার জন্য সব ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু রূমী তার মাকে জানায় দেশের এই দুর্দিনে সে চলে গেলে, দেশ স্বাধীন হলে সে কীভাবে দেশে ফিরবে? তখন নিজেকে চির অপরাধী মনে হবে। তাই সে মৃত্যুমুখে যোগদানের আগ্রহ প্রকাশ করে। জাহানারা ইমামও ছেলেকে দেশের জন্য কোরবানী করে দেন। রূমী দেশের জন্য চির অমর হয়ে আছে।

ক. 'শ্যামা জন্মাদে'-এর অর্থ কী? ১

খ. 'রেখো, মা, দাসেরে মনে' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপকে 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতার কোন দিকটি কবির অনুভূতির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও উদ্দীপক ও 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতার চেতনাগত দিক অভিন্ন।'— বিশ্লেষণ কর। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ৪ ও ৫

ক. • শ্যামা জন্মাদে-এর অর্থ শ্যামল জন্মভূমি।

খ. • দেশমাতার স্মৃতিতে চিরস্মরণীয় হওয়ার অভিধায়ে কবি প্রশ্নোক্ত কথাটি বলেছেন।

• কবি তাঁর প্রিয় স্বদেশকে গভীরভাবে ভালোবাসেন। মা যেমন সন্তানকে মেহ-ভালোবাসা দিয়ে বুকে আগলে রাখেন ঠিক তেমনিভাবে কবি চান মাতৃভূমি যেন তাঁকে আগলে রাখেন, অরণে রাখেন। তাই কবি দেশমাতাকে মিনতি করে আলোচ্য কথাটি বলেছেন।

গ. • উদ্দীপকে 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতার দেশের প্রতি গভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা প্রকাশের দিকটি কবির অনুভূতির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

• নিজের দেশের প্রতি ভালোবাসাই দেশপ্রেম। একজন দেশপ্রেমিকের কাছে তার জীবন অপেক্ষা দেশ বড়। দেশের প্রয়োজনে সে নিজের জীবন উৎসর্গ করতেও পিছপা হয় না। এই কারণে প্রবাসে গেলেও মানুষ স্বদেশকে ভুলে থাকতে পারে না।

• উদ্দীপকে জাহানারা ইমামের বড় ছেলে রূমীর দেশপ্রেমের দিকটি ভুলে ধরা হয়েছে। রূমী মৃত্যুমুখে অংশ 'নিয়ে' দেশকে শত্রুমুক্ত করার জন্য আমেরিকা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া ছেড়ে বাংলাদেশে ফিরে আসেন। দেশের দুর্দিনে দেশের মানুষের পাশে থাকাকে তিনি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন। তিনি মৃত্যুমুখে অংশ নিয়ে দেশের জন্য যুদ্ধ করে নিজের প্রাণ উৎসর্গ করেছেন। দেশের প্রতি তার এই ভালোবাসা 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতায় প্রতিফলিত স্বদেশের কবির শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। কবিও প্রবাস জীবনে তাঁর প্রিয় জন্মভূমিকে গভীর ভালোবাসায় স্মরণ করেছেন। তিনি জন্মভূমিকে 'মা' বলে সম্মোধন করে নিজেকে দাস বলে নিবেদন করেছেন। তিনি জন্মভূমির মেহের পরশে অমরতা লাভ করতে চেয়েছেন। কবি বস্তু, শরতে মানুষের স্মৃতিতে বেঁচে থাকতে চেয়েছে। উদ্দীপকের রূমীও দেশের জন্য জীবন দিয়ে বাংলার মানুষের হৃদয়ে অমর হয়ে আছেন।

ঘ. • "প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও উদ্দীপক ও 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতার চেতনাগত দিক অভিন্ন।" মন্তব্যটি যথার্থ।

• স্বদেশের প্রতি মানুষের ভালোবাসা চিরস্মরণ। দেশের জন্য মানুষ গভীর টান অনুভব করে। তাই প্রবাসে গেলেও মানুষ দেশকে ভুলে থাকতে পারে না। একজন দেশপ্রেমিক নিঃস্বার্থভাবে তার দেশকে ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে।

• উদ্দীপকে প্রবাসের শিক্ষা জীবন ফেলে স্বদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে আঝোৎসর্গকারী একজন মুক্তিযোদ্ধার কথা বলা হয়েছে। তিনি জাহানারা ইমামের বড় ছেলে রূমী। দেশের দুর্দিনে তিনি প্রবাস জীবন ছেড়ে প্রিয় দেশে ফিরে এসে শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছেন। প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও তাঁর এই দেশপ্রেম এবং

'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতায় প্রতিফলিত কবির স্বদেশপ্রেম একস্ত্রে গাঁথা। কবিও প্রবাস জীবনে স্বদেশের কথা ভেবে ব্যাকুল হয়েছেন। দেশকে ভালোবাসে তিনি দেশের বুকে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকার জন্য দেশমাতার কাছে প্রার্থনা করেছেন। উদ্দীপকের রূমী আমেরিকা থেকে ফিরে এসে দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নিতে তার মায়ের কাছে প্রার্থনা করেছেন।

• 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতার প্রতিটি চরণে কবির স্বদেশপ্রেম ঋনিত হয়েছে। স্বদেশের মাটিতে ফিরে আসার জন্য তার ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে। উদ্দীপকের রূমীও ব্যাকুল হয়ে স্বদেশের মাটিতে ফিরে এসে দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছেন। কবিতায় দেশের জন্য কবির যে ভালোবাসা ও স্মৃতিকাতরতা প্রকাশ পেয়েছে তা উদ্দীপকের বিষয়ের সঙ্গে ভিন্ন। কিন্তু দেশের প্রতি গভীর আবেগের দিকটি অভিন্ন। এই দিক বিচারে প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ১০ বিদ্যাময়ী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ময়মনসিংহ

নমঃ নমঃ নমঃ সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি!

গঙ্গার তীর, সিংগুল সমীর, জীবন জুড়ালে তুমি।

ক. 'নীর' অর্থ কী? ১

খ. মধুহীন করো না গো তব মনঃকোকনদে।— ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতার কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "স্বদেশপ্রেম মানুষের সহজাত প্রক্রিয়া"— উদ্দীপক 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতার আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ৫

ক. • 'নীর' অর্থ পানি বা জল।

খ. • মধুহীন করো না গো তব মনঃকোকনদে— লাইনটি দিয়ে কবি মাতৃভূমি যেন তাঁকে স্বেচ্ছারা থেকে বঞ্চিত না করেন তা বুঝিয়েছেন।

• কবি মধুসূদন দত্ত মনে করেছিলেন যে তিনি বিলেতে না গেলে বড় কবি হতে পারবেন না। তাই তিনি স্বদেশ ত্যাগ করে বিলেতে যান। নিজের ভাষা এবং দেশ ত্যাগ করা যে তাঁর মারাত্মক ভুল হয়েছে, এটা ভেবে তিনি অনুতপ্ত হন। তাই জন্মভূমির কাছে ক্ষমা চেয়ে তিনি বলেন— দেশমাত্কা যেন তার স্বেচ্ছারা থেকে তাঁকে বঞ্চিত না করে তাঁর ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দিয়ে তাঁকে যেন বক্ষে ধারণ করেন।

গ. • উদ্দীপকে 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতার স্বদেশের প্রতি গভীর অনুরাগের বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে।

• মা ও মাতৃভূমি স্বর্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। দেশপ্রেমের গভীর বোধ থেকেই মানুষ মা ও মাতৃভূমিকে অভিন্ন হিসেবে বিবেচনা করে। দেশপ্রেমিক মানুষ তাঁর কথায়, কাজে ও আচরণে দেশের প্রতি সর্বদা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

• উদ্দীপকের কবিতাংশে জন্মভূমির প্রতি গভীর মমতা প্রকাশ পেয়েছে। কবি সৌন্দর্যের লীলাভূমি জন্মভূমিকে মায়ের সঙ্গে তুলনা করেছেন। স্বদেশের নদীর তীর, সিংগুল সমীর কবির জীবন জুড়িয়েছে। 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতায়ও স্বদেশের প্রতি কবির গভীর অনুরাগের বিষয়টি ফুটে উঠেছে। কবি প্রবাসজীবনে তাঁর প্রিয় মাতৃভূমির কথা ভুলতে পারেননি। দেশমাতার সৌন্দর্য তাঁকে বারবার তাড়িত করেছে। দেশকে মায়ের মতো ভালোবাসেন বলেই কবি স্বদেশের মাটিতে অমর হয়ে থাকতে চান। তাই তিনি মাতৃভূমির কাছে প্রার্থনা করেছেন। তাঁর হৃদয়জুড়ে মাতৃভূমির উজ্জ্বল স্মৃতি যেন জীবনে অমর হয়ে থাকে। 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতার এই দিকটি উদ্দীপকে প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ. • "স্বদেশপ্রেম মানুষের সহজাত প্রক্রিয়া"— উক্তিটি উদ্দীপক 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতার আলোকে যথার্থ।

- জন্মভূমি মানুষের অস্তিত্বের সঙ্গে মিশে থাকে। জন্মভূমি মানুষের কাছে মাত্সম বলে জন্মভূমি থেকে কাউকে বিছিন করা যায় না। দেহগত বিছিন হলেও তার আঘিক সম্পর্ক মুছে দেওয়া সম্ভব নয়।
- 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতায় বন্দেশের প্রতি কবির গভীর ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে। মাত্তভূমির প্রতি এই ভালোবাসা থেকেই কবি মধুসূদন দত্ত প্রবাসে মাত্তভূমির সৃতিচারণ করেছেন। দেশকে মাঝের সঙ্গে তুলনা করে কবি দেশের প্রতি তাঁর গভীর শান্ত্বা প্রকাশ করেছেন। কবি দেশমাতার সৃতিতে পদ্মফুলের মতো ফুটে থাকতে চান। উদ্দীপকের কবিতাংশেও দেশপ্রেমের এই বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে। দেশের সৌন্দর্যে বিমোহিত কবি দেশকে মাঝের সঙ্গে

তুলনা করেছেন। দেশের নদী, মিঞ্চ বাতাস তার জীবন জুড়িয়েছে। বন্দেশের প্রতি কবির অনবদ্য ভালোবাসা থেকেই এই অনুভূতি প্রতিফলিত হয়েছে।

- 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতায় জন্মভূমির প্রতি কবির শান্ত্বা ও ভালোবাসা থকাশিত হয়েছে। উদ্দীপকের কবিতাংশেও বন্দেশের প্রতি গভীর অনুরাগের বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে। এই দিক থেকে উদ্দীপক এবং 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতা উভয় ক্ষেত্রে বন্দেশপ্রেমের যে বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তা মানুষের সহজাত বন্দেশানুরাগের প্রতিফলন। তাই প্রশ়োক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

আধিকর্তৃ অনুশীলন সহায়ক সূজনশীল প্রশ্নব্যাংক

- ১। সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।
সার্থক জনম, মা গো, তোমার ভালোবেসে ॥
জানি নে তোর ধনরতন আছে কিনা রানির মতন,
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমার ছায়ায় এসে ॥
কোন বনেতে জানি নে ফুল গন্ধে এমন করে আকুল,
কোন গগনে ওঠে রে চাঁদ এমন হাসি হেসে ॥
ক. 'কোকন্দ' শব্দের অর্থ কী? ১
খ. 'জন্মিলে মরিতে হবে
অমর কে কোথা করে'- এ কথার মাধ্যমে কবি কী
বুঝাতে চেয়েছেন? ২
- গ. উদ্দীপক এবং 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতার মধ্যে যে দিক
দিয়ে বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "উদ্দীপকের কবিতা এবং 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতা রচনার
পেছনে একই চেতনা কাজ করেছে"- উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪
- ২। হে মেহার্ত বঙ্গভূমি- তব গৃহক্রোড়ে
চিরশিশু ক'রে আর রাখিও না ধরে।
দেশ দেশান্তর-মাঝে যার যেথা স্থান
খুঁজিয়া লইতে দাও করিয়া সন্ধান।
পদে পদে ছোট ছোট নিষেধের ডোরে
বেঁধে বেঁধে রাখিও না ভালো ছেলে ক'রে।
ক. কোন নদের নীর চিরস্থির নয়? ১
খ. প্রবাসে কবির জীবনাবসান ঘটলেও খেদ নেই কেন? ২
গ. উদ্দীপক ও 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতার মধ্যে যে দিকটির
মিল পাওয়া যায়- তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের দেশান্তরে 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতার
দেশান্তরে যে পরিচয় বহন করে তা মূল্যায়ন কর। ৪

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক প্রশ্নীত

- ৩। আমি অকৃতি অধম
বলেওতো কিছু কম করে মোরে দাওনি;
যা দিয়েছ, তারি অযোগ্য ভাবিয়া
কেড়েওতো কিছু নাওনি।
ক. মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত পত্রকাব্যের নাম লেখ। ১
খ. "সেই ধন্য নরকূলে,
লোকে যারে নাহি ভুলে"- কবি এ কথা বলেছেন কেন? ২
গ. 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতার কোন ভাবানুভূতি উদ্দীপকে
খুঁজে পাওয়া যায়?— ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "কবিতাংশটি 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতার সামগ্রিক ভাবকে
প্রকাশ করেনি।"- মন্তব্যটি যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ কর। ৪
- ৪। চাকরি সূত্রে রোমান কানাড়ায় চলে যান। এতে করে বৃক্ষ বাবা-
মা গ্রামে একা হয়ে পড়েন। বাবা-মাকে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা
থাকলেও কাজের চাপে তা সম্ভব হয়ে উঠেনি। এভাবে কেটে
যায় বেশ ক'টি বছর। হঠাত বাবা-মাকে একদিন স্বপ্নে দেখে
আবেগে আপ্সুত হয়ে দেশে ফিরে আসেন। কিন্তু এসে দেখেন
তারা আর বেঁচে নেই। তিনি নিজেকে আর ক্ষমা করতে পারলেন
না। বাবা-মার সৃতি স্মরণ করে রাখতে এলাকায় বিদ্যালয়,
এতিমখানা, মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করলেন। এভাবে সুটিশীল কর্মের
মাধ্যমে রোমান এলাকাবাসীর মনে জায়গা করে নিলেন।
ক. 'শমন' শব্দের অর্থ কী? ১
খ. কবির মনে খেদে থাকবে না কেন? ২
গ. "কবি এবং উদ্দীপকের রোমান যেন একই বৃত্তের দুটি
মানুষ"- উক্তিটি উদ্দীপক ও 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতার
আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "মানুষের মনে বেঁচে থাকার জন্য তারা দুজনে ভিন্ন ভিন্ন
পথ অবলম্বন করেছেন"- উক্তিটি উদ্দীপক ও কবিতার
আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

- প্রশ্ন ১। 'কোকন্দ' শব্দের অর্থ কী?** [ঢ. বো. '১৫]
উত্তর : 'কোকন্দ' শব্দের অর্থ হলো লাল পদ্ম।
- প্রশ্ন ২। কোন নদের নীর চিরস্থির নয়?** [ঘ. বো. '১৫]
উত্তর : জীবন-নদের নীর চিরস্থির নয়।
- প্রশ্ন ৩। মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত পত্রকাব্যের নাম লেখ।** [কু. বো. '১৫]
উত্তর : মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত পত্রকাব্য হলো 'বীরাঙ্গনা'।
- প্রশ্ন ৪। 'শমন' শব্দের অর্থ কী?** [রা. বো. '১৪; চ. বো. '১৪]
উত্তর : 'শমন' শব্দের অর্থ মৃত্যুর দেবতা।

- প্রশ্ন ৫। 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতাটি পাঠ করে শিক্ষার্থীদের মনে কী
জেগে উঠবে?** [হাসান আলী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, চাঁদপুর।]
উত্তর : 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতাটি পাঠ করে শিক্ষার্থীদের মনে
বন্দেশের প্রতি শান্ত্বা ও বিনয় ভাব জেগে উঠবে।
- প্রশ্ন ৬। 'একেই কি বলে সভ্যতা'** কোন ধরনের রচনা?
[ফেনী সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়।]
উত্তর : 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রসন্ন জাতীয় রচনা।
- প্রশ্ন ৭। কবি দেশকে কী হিসেবে কল্পনা করেছেন?**
[কলেজিয়েট মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বরিশাল।]
উত্তর : কবি দেশকে মা হিসেবে কল্পনা করেছেন।



প্রশ্ন ৮। 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতাটির কবি কে?

উত্তর : 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতাটির কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

প্রশ্ন ৯। 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতায় কবি কাকে 'মা' হিসেবে কল্পনা করেছেন?

উত্তর : কবি জন্মভূমিকে 'মা' হিসেবে কল্পনা করেছেন।

প্রশ্ন ১০। মধুসূদন দত্তের মনে কখন থেকে কবি হওয়ার বাসনা ছিল?

উত্তর : মধুসূদন দত্তের মনে শৈশব থেকেই কবি হওয়ার তীব্র বাসনা ছিল।

প্রশ্ন ১১। কোথায় না গেলে কবি হওয়া যাবে না বলে মধুসূদন দত্ত মনে করেছিলেন?

উত্তর : বিলেতে না গেলে কবি হওয়া যাবে না বলে মধুসূদন দত্ত মনে করেছিলেন।

● প্রস্তুতি উপযোগী অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১। "অমর করিয়া বর দেহ দাসে, সুবরদে।"— বলতে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন? [আইডিয়াল স্কুল আ্যাড কলেজ, মতিখিল, ঢাকা]

উত্তর : "অমর করিয়া বর দেহ দাসে, সুবরদে।"— চরণটির মাধ্যমে কবি মাতৃভূমির কাছে অমর হওয়ার জন্য বর প্রার্থনা করা বুঝিয়েছেন। কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রথম জীবনে প্রবাসে চলে যান। সেখানে গিয়ে তার ভুল ভাঙে। এর জন্য তিনি মাতৃভূমি মায়ের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কবি চান মাতৃভূমি মা যেন তাঁর সব দোষ ক্ষমা করে তাঁকে দেশমাতৃকার স্মৃতিতে পদ্মফুলের মতো ফুটে থাকার অনুমতি দেন। তিনি যেন অমরতা লাভ করেন। কবি নিজেকে মাতৃভূমির দাস হিসেবে সঁপে দিয়ে এ প্রত্যাশা করেছেন। প্রশ্নোক্তি উক্তিটির মধ্য দিয়ে কবি এ কথাই বোঝাতে চেয়েছেন।

প্রশ্ন ২। স্বদেশের প্রতি কবির শৰ্মা ও একাগ্রতা প্রকাশের কারণ কী?

[কলেজিয়েট মাধ্যমিক লিদ্যালয়, বরিশাল]

উত্তর : স্বদেশের প্রতি কবির শৰ্মা ও একাগ্রতা প্রকাশের কারণ, স্বদেশের প্রতি তাঁর ভালোবাসা।

দেশের প্রতি ভালোবাসা ও আনুগত্য থেকেই কবি স্বদেশের প্রতি শৰ্মা ও একাগ্রতা প্রকাশ করেছেন। কবি দেশকে নিজের মায়ের আসনে বসিয়েছেন। আর তাই সন্তান যেমন মায়ের কাছে মিনতি জানায়, ভালোবাসার নিবেদন করে, ঠিক সেভাবেই কবিও দেশকে ভালোবেসে নিজের ভালোবাসা নিবেদন করেছেন। দেশকে মায়ের স্থানে বসিয়েছেন তিনি আর মাকে তিনি নিজের ভালোবাসার কথা প্রকাশ করেছেন এভাবে। জন্মভূমির প্রতিটি কণায় লেগে আছে তাঁর স্মৃতিময় ভালোবাসা। নিজের মাতৃভূমির প্রতি তাঁর এই অনুভূতি থেকে ভালোবাসা ও শৰ্মা প্রকাশ পেয়েছে।

প্রশ্ন ৩। "কহ, গো, শ্যামা জন্মদে"— বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

উত্তর : কবি কোন গুণের জন্য অমরতা প্রত্যাশা করবেন সেই বিষয়টি জানতে শ্যামল জন্মভূমির কাছে প্রশ্ন করেছেন।

কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত বিদেশে থাকলে দেশের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ আলোচ্য কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে। কবি দেশকে ভালোবাসেন বলেই স্বদেশের স্মৃতিতে অমর হয়ে থাকতে চান। কিন্তু তিনি মনে করেন, তাঁর এমন কোনো গুণ নেই যার কারণে তিনি অমরতা লাভ করত পারেন। কবি তাই শ্যামল জন্মভূমির কাছে প্রশ্ন করেন যে, তার এমন কোনো গুণ রয়েছে কি না।

▶ অনুশীলনীর কর্ম-অনুশীলন ও সমাধান

কর্ম-অনুশীলন [ক] 'বঙ্গভূমির প্রতি' শীর্ষক কবিতাটি নিয়ে আবৃত্তি অনুষ্ঠানের আয়োজন কর (শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর অংশপ্রভাগে। শুন্ধ উচ্চারণ, উচ্চারণে স্পষ্টতা, শ্ববণযোগ্যতা, বোধগম্যতা, আবেগ-অনুভূতির প্রকাশ ইত্যাদি বিবেচনায় রাখতে হবে।)

► পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা-86

সমাধান :

কাজের ধরন : দলগত কাজ।

পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা নম্বর সংবলিত

কাজের উদ্দেশ্য : শিক্ষার্থীদের কবিতা আবৃত্তির প্রতি আগ্রহী করে তোলা এবং তাদের মধ্যে দেশপ্রেম জাগরুক করা।

কাজের নির্দেশনা :

'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতাটি ভালো করে আন্তর্ম্ম করবে। কবিতাটি আবৃত্তির সময় শুন্ধ উচ্চারণ, উচ্চারণের স্পষ্টতা, শ্ববণযোগ্যতা, বোধগম্যতা, আবেগ-অনুভূতির প্রকাশ অবশ্যই বিবেচনায় রাখবে। এক্ষেত্রে তোমার বাংলা শিক্ষকের পরামর্শ ও সহায়তা নেবে।

কাজের বর্ণনা : বাংলা শিক্ষকের সাহায্য নিয়ে নিজেরা চেষ্টা কর।



সুপার সাজেশন



মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত
100% প্রস্তুতি উপযোগী প্রশ্ন সংবলিত সুপার সাজেশন

প্রিয় শিক্ষার্থী, অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষার জন্য মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত এ কবিতাটিতে সংযোজিত গুরুত্বপূর্ণ বহুনির্বাচনি, সৃজনশীল, জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নসমূহ নিচে উপস্থাপন করা হলো। 100% প্রস্তুতি নিশ্চিত করতে উল্লিখিত প্রশ্নসমূহের উত্তর ভালোভাবে শিখে নাও।

শিরোনাম	7★ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন	5★ তুলনামূলক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন
● বহুনির্বাচনি প্রশ্নোভর	এ অধ্যায়ের প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নোভর ভালোভাবে শিখে নাও।	
● সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর	১, ২, ৪	৬, ৭, ১০
● জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর	১, ৩, ৫	২, ৬, ৮, ১১
● অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর	১	৩

এক্সকুলিসিভ টিপস ► সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশ ও মেধা যাচাইয়ের লক্ষ্যে অনুশীলনী ও অন্যান্য প্রশ্নোভরের পাশাপাশি এ অধ্যায়ের সকল অনুশীলনমূলক কাজের সমাধান ভালোভাবে আয়ত্ত করে নাও।



যাচাই ও মূল্যায়ন



অধ্যায়ের প্রস্তুতি ও দক্ষতা যাচাইয়ের সঙ্গে
ক্লাস টেস্ট আকারে উপস্থাপিত প্রশ্নব্যাংক

ক্লাস টেস্ট

বাংলা প্রথম পত্র

অষ্টম শ্রেণি

বহুনির্বাচনি অভিজ্ঞা (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১)

$1 \times 30 = 30$

[সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভিজ্ঞার উভরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোকৃট উভরের বৃত্তি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। সকল প্রশ্নের উভর দিতে হবে। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

১. 'তবে যদি দয়া কর'- এখানে কার কাছে দয়া চাওয়া হয়েছে?
 ① মক্ষিকা ② হৃদ
 ③ তামরস ④ বঙ্গভূমি
২. 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতায় কবি নিজেকে কী হিসেবে কল্পনা করেছেন?
 ① প্রভু ② ঈশ্বর
 ③ দাস ④ বার্তাবহ
৩. কবি জন্মভূমিকে কী সম্মৌখন করে কথা বলা শুরু করেছেন?
 ① মা ② দাসী
 ③ পদ্ম ④ প্রভু
৪. 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতায় কবি নিজেকে কার দাস হিসেবে কল্পনা করেছেন?
 ① বিদেশিদের ② বন্ধুর
 ③ জন্মভূমির ④ আঞ্চলিক
৫. কবি মনের ইচ্ছা পূরণ করতে গিয়ে কী হওয়ার কথা বলেছেন?
 ① ধনী ② ভূল
 ③ আশাহত ④ বিরক্ত
৬. "জন্মিলে - হবে।" শূন্যস্থানে হবে-
 ① কান্দিতে ② হাসিতে
 ③ সহিতে ④ মরিতে
৭. বিদেশে কবি কীসের দ্বারা বশীভৃত হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন?
 ① জ্ঞানের ② মন্ত্রের
 ③ দৈবের ④ প্রকৃতির
৮. 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতায় মৃত্যুর দেবতাকে কী বলেছে?
 ① শমন ② শ্যামা
 ③ শরদ ④ অমর
৯. 'মানস' শব্দের অর্থ কী?
 ① মন ② প্রার্থনা
 ③ আশা ④ পদ্ম
১০. 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতার শেষ চরণ কোনটি?
 ① রেখো, মা, দাসেরে মনে
 ② ফুটি যেন সৃতি-জলে
 ③ দেহ দাসে, সুবরদে
 ④ কী বসন্ত, কী শরদে
১১. 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতাটি-
 i. সনেট জাতীয়
 ii. গীতিকবিতা
 iii. সৃতিচারণমূলক
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ① i ② ii ③ iii ④ i, ii ও iii
১২. নিজ ধর্ম ভ্যাগ করে কবি মধুসূদন কোন ধর্ম প্রহণ করেন?
 ① খ্রিস্ট ② শাক্য
 ③ জৈন ④ বৌদ্ধ
১৩. বাংলা, ইংরেজি ভাষা ছাড়াও মাইকেল মধুসূদন দত্ত আর কয়টি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন?
 ① ৫টি ② ৬টি
 ③ ৭টি ④ ৮টি
১৪. দেশমাত্ত্বকার সৃতিতে কবি কী ফুলের মতো ফুটে থাকতে চেয়েছে?
 ① শাপলা ② গোলাপ
 ③ পদ্ম ④ বেলি
- উদ্দীপকটি পড়ে ১৫ ও ১৬ নম্বর প্রশ্নের উভর দাও :
 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে
 সার্থক জনম, মা গো, তোমায় ভালোবেসে।'
১৫. উদ্দীপকে 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতার যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা হলো-
 i. প্রকৃতিপ্রেম
 ii. বৰ্জাত্যগ্রীতি
 iii. স্বদেশগ্রীতি
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ① i ও ii ② i ও iii
 ③ ii ও iii ④ i, ii ও iii
১৬. উক্ত ভাবটি 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতার কোন চরণে ফুটে উঠেছে?
 ① এ দেহ-আকাশ হতে/নাহি খেদ তাহে
 ② মধুয় তামরস/কী বসন্ত, কী শরদে
 ③ মধুহীন করো না গো/তব মনঝকোকনদে
 ④ অমর করিয়া বর/দেহ দাসে, সুবরদে
১৭. অমৃত হুন্দে পড়লে কী গলে না?
 ① মৃষিক ② ইন্দুর
 ③ মক্ষিকা ④ মাকড়সা
১৮. কবি জন্মভূমির কাছে কার জন্য বর চেয়েছেন?
 ① আঞ্চলিক ② বন্ধুর
 ③ নিজের ④ মায়ের
১৯. কবি জীবনকে কীসের সাথে তুলনা করেছেন?
 ① আকাশ ② পদ্ম
 ③ তারা ফুল ④ তারা
২০. "সেই ধন্য নরকুলে/লোকে যারে নাহি ভুলে"- এ পঞ্জিতে প্রকাশ পেয়েছে-
 i. অমরতা
 ii. উচ্চাকাঙ্ক্ষা
 iii. চিরস্তন জীবনাকাঙ্ক্ষা
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ① i ও ii ② ii ও iii
 ③ i, ii ও iii ④ i, ii ও iii
২১. শৈশব থেকে মধুসূদনের মনে কী হওয়ার তীব্র বাসনা ছিল?
 ① ব্যবসায়ী ② শিক্ষক
 ③ কবি ④ লেখক
২২. কোথায় না গেলে কবি হওয়া যায় না বলে মনে করতেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত?
 ① ভারত ② ইতালি
 ③ বিলেতে ④ স্বদেশে
২৩. দেহকে কবি কার সঙ্গে তুলনা করেছেন?
 ① আকাশ ② বাতাস
 ③ পাহাড় ④ সমুদ্র
- উদ্দীপকটি পড়ে ২৪ ও ২৫ নম্বর প্রশ্নের উভর দাও :
 মরিতে চাহি না আমি সূন্দর ভূবনে
 মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
২৪. উদ্দীপকের ভাব কোন চরণে লক্ষ করা যায়?
 ① অমর কে কোথা কবে
 ② ফুটি যেন সৃতি জলে
 ③ জীব-তারা যদি খসে
 ④ নাহি, মা, ডরি শমনে
২৫. উক্ত চরণে ফুটে উঠেছে-
 i. ভাস্তুর গভীর দেশপ্রেম
 ii. অমরতার আকাঙ্ক্ষা
 iii. স্থায়িত্বের বাসনা
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ① i ও ii ② i ও iii
 ③ ii ও iii ④ i, ii ও iii
২৬. মাইকেল মধুসূদন দত্ত কত স্থিতান্ত্রে মৃত্যুবরণ করেন?
 ① ১৮৭০ ② ১৮৭১
 ③ ১৮৭২ ④ ১৮৭৩
২৭. 'বঙ্গভূমির প্রতি' কী ধরনের কবিতা?
 ① মহাকাব্য ② সনেট
 ③ গীতিকবিতা ④ পত্রকাব্য
২৮. 'সাধিতে মনের সাধ ঘটে যদি পরমাদ'-
 এখানে 'পরমাদ' শব্দের অর্থ কী?
 ① পরমানন্দ ② বিদ্যাদ
 ③ প্রমাদ ④ বিভোর
২৯. মাইকেল মধুসূদন দত্ত কোথায় ফুটতে চেয়েছেন?
 ① পুকুরে ② সৃতিনদে
 ③ সৃতির পাতায় ④ সৃতি-জলে
৩০. 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতায় 'লোকে যারে নাহি ভুলে'- এ চরণে প্রাধান্য পেয়েছে-
 ① ধর্ম ② কর্ম
 ③ বংশ ④ জাত



সৃজনশীল প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১০)

১০ × ৫ = ৫০

যেকোনো ৫টি প্রশ্নের উত্তর দাও :

- ১। হৃদয়ের কোণে পুশি আশ/মানুষের মনে যেন জাগি বারো মাস
সারাজীবনে রচিত আমারই সৃষ্টি ধন/যেন মানবের উপকারে আসে বারংবার।
ক. কবি দেশমাত্কার সৃতিতে কোন ফুলের মতো ফুটে থাকার
কামনা করেছেন? ১
খ. “হেন অমরতা আমি, কহ, গো, শ্যামা জন্মাদে!”— কবি এ কথা
বলেছেন কেন? ২
গ. উদ্দীপকটি কোন দিক দিয়ে ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতার সাথে
সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. “সাদৃশ্য থাকলেও উদ্দীপককে ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতার
পরিপূরক বলা যায় না!”— মূল্যায়ন কর। ৪
- ২। জাহানারা ইমামের বড় ছেলে রুমী। মুক্তিযুদ্ধের সময় তাকে
আমেরিকায় ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার জন্য সব ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু রুমী
তার মাকে জানায় দেশের এই দুর্দিনে সে চলে গেলে, দেশ স্বাধীন হলে
সে কীভাবে দেশে ফিরবে? তখন নিজেকে চির অপরাধী মনে হবে।
তাই সে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের আগ্রহ প্রকাশ করে। জাহানারা ইমামও
ছেলেকে দেশের জন্য কোরবানী করে দেন। রুমী দেশের জন্য চির
অমর হয়ে আছে।
ক. ‘শ্যামা জন্মাদে’-এর অর্থ কী? ১
খ. ‘রেখো, মা, দাসের মনে’— বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২
গ. উদ্দীপকে ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতার কোন দিকটি কবির
অনুভূতির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ‘গ্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও উদ্দীপক ও ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতার
চেতনাগত দিক অভিন্ন।’— বিশ্লেষণ কর। ৪
- ৩। ল্যাপটপ কিনে দেয়নি বলে বাবা-মায়ের ওপর রাগ করে বাড়ি থেকে
বের হয়ে গিয়েছিল রাসেদ। বন্ধুর বাড়িতে দু'দিন কাটানোর পর সে
বুবাতে পারে যে, এই পরিবারের সকলে ওকে বোঝা ভাবছে। আরও
কিছু হওয়ার আগেই সে নিজ বাড়িতে ফিরে মা-বাবার কাছে কৃত
অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। মা বলেন— পর কখনও আপন হয়
না রে পাগল, আপন হয় না।
ক. অমৃত-হৃদে পড়লে কী গলে না? ১
খ. কবি নিজেকে ‘দাস’ ভেবেছেন কেন? বুঝিয়ে দেখ। ২
গ. উদ্দীপকের রাসেদের মাঝে ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতা রচয়িতার
যে চেতনা প্রকাশ পেয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে চেতনাই কেবল ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতার
বিষয়বস্তুকে তুলে ধরে না— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪
- ৪। মিছা মধি মুজা হেম, বন্দেশের প্রিয় প্রেম
তার চেয়ে নতুন নাহি আৱ।
সুধাকরে কত সুধা, দূর করে তৃষ্ণা কুধা
বন্দেশের শুভ সমাচার।

কতৃপক্ষ মেহ করি, দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।।
ক. ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কী ধরনের কবিতা? ১
খ. জীবন-নদের নীর স্থির নয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতার যে দিকটি অনুপস্থিত তা
ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপক ও ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতার মূল চেতনা একই ধারার
প্রবাহিত। মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

- ৫। “এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
সকল দেশের রানি সে যে আমার জন্মভূমি।”
ক. জন্মিলে কী করতে হবে? ১
খ. ‘সেই ধন্য নরকুলে’— বলতে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন? ২
গ. উদ্দীপকে ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে?
ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. “উদ্দীপকে ফুটে ওঠা দিকটি ছাড়াও ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতায়
আরও নানা দিকের সমাবেশ ঘটেছে”— মন্তব্যটির যৌক্তিকতা
বিশ্লেষণ কর। ৪
- ৬। ১. আবার আসিব কিনে ধানসিঁড়িটির তীরে— এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়— হয়তো বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে;
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবাবের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঠাল-ছায়ায়;
২. মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভূবনে/মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্য করে এই পুল্পিত কাননে/জীবন্ত হৃদয়-মাঝে যদি স্থান পাই!
ক. বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম মহাকাব্যের নাম কী? ১
খ. কবি বর প্রার্থনা করেন কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের প্রথম কবিতাঙ্কের আলোকে ‘ফুটি যেন সৃতি-জলে’
চরণটি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. “বিতীয় কবিতাঙ্ক ও ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতার মূল সূর
একই”— তুমি কি একমত? যুক্তিসহ উত্তর দাও। ৪
- ৭। দেশকে তাই যতটা পারা যায় কাছে থেকে দেখতে হবে। দেশ মানে
এর মানুষ, জনপদ, নদী, আকাশ, প্রান্তর, পাহাড়, সমুদ্র এইসব। দেশ
হলো আসলে জননীর মতো। মা যেমন সেই মমতা ভালোবাসা দিয়ে
আমাদের আগলে রাখেন, দেশও তেমনই তার আলো বাতাস সম্পদ
দিয়ে আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। মাকে আমরা যেমন ভালোবাসি,
দেশকেও তেমনই ভালোবাসতে হবে। দেশকে ভালোবাসার মধ্য দিয়েই
সার্থক হয়ে উঠবে আমাদের জীবন।
ক. কবি নিজেকে কী বলে উপস্থাপন করেছেন? ১
খ. কবি স্বদেশকে মা বলেছেন কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের সঙ্গে ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতার সাদৃশ্য তুলে ধর। ৩
ঘ. “চেতনাগত দিক থেকে উদ্দীপক এবং ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতা
একে অপরের পরিপূরক।”— বিশ্লেষণ কর। ৪
- ৮। ঘরের যে মা এক মা হলো, এক মা দেশের মাটি
অ আ ক খ আরেক মা ষে— মায়ের মতোই খাটি।
এক মা থাকে ছেলের ঘরে, আরেক মা এই ভাষা
মাটি মা এই বুকে যিশে— ছড়ায় ভালোবাসা।
ঘরের কোণে মা-জননী কঠে তুলে গান—
মাটি মায়ের বুকে হেঁটে স্বপ্ন আনতে যান।
মায়ের স্বপ্ন ছেলের চোখে সর্বে-ফুলের হাসি,
সকল সুখে-দুঃখে থাকে তিন মা পাশাপাশি।
ক. ‘তায়রস’ শব্দের অর্থ কী? ১
খ. ‘মধুহীন করো না’ বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? ২
গ. উদ্দীপকটি ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতার কোন দিকটিকে নির্দেশ
করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের মূলভাব এবং ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতার মূলভাব
একস্ত্রে গোধা। মন্তব্যটি বাচাই কর। ৪

✓ উত্তরমালা ► বহুনির্বাচনি অভিক্ষা

১	(ৰ)	২	(গ)	৩	(ক)	৪	(গ)	৫	(ৰ)	৬	(ৰ)	৭	(গ)	৮	(ক)	৯	(ক)	১০	(ৰ)	১১	(ৰ)	১২	(ক)	১৩	(ৰ)	১৪	(গ)	১৫	(ৰ)
১৬	(ৰ)	১৭	(গ)	১৮	(গ)	১৯	(ৰ)	২০	(গ)	২১	(গ)	২২	(গ)	২৩	(ক)	২৪	(ৰ)	২৫	(ৰ)	২৬	(ৰ)	২৭	(গ)	২৮	(গ)	২৯	(ৰ)	৩০	(ৰ)

✓ উত্তরসূত্র ► সৃজনশীল প্রশ্ন

- ১ ► 227 পৃষ্ঠার ৫ নং প্রশ্ন ও উত্তর
২ ► 230 পৃষ্ঠার ৯ নং প্রশ্ন ও উত্তর
৩ ► 227 পৃষ্ঠার ৪ নং প্রশ্ন ও উত্তর
৪ ► 225 পৃষ্ঠার ১ নং প্রশ্ন ও উত্তর
৫ ► 228 পৃষ্ঠার ৬ নং প্রশ্ন ও উত্তর
৬ ► 221 পৃষ্ঠার ১ নং প্রশ্ন ও উত্তর
৭ ► 226 পৃষ্ঠার ২ নং প্রশ্ন ও উত্তর
৮ ► 228 পৃষ্ঠার ৭ নং প্রশ্ন ও উত্তর

দ্রষ্টব্য : অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে ‘আনন্দপাঠ’ থেকে ২০ নম্বরের বর্ণনামূলক প্রশ্ন ধাকবে। সে বিবেচনায় বর্ণনামূলক প্রশ্ন উহু রেখে অধ্যায়ের প্রস্তুতি যাচাইমূলক উপর্যুক্ত প্রশ্নপত্রটি দেওয়া হলো।